POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
16

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 19 শে এপ্রিল, 2018 2 শাবান 1439 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا
كُلُوۡا مِنۡ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ
وَاشۡكُرُوۡا لِلّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ اِیَّاهُ تَعۡبُدُوۡنَ

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক'
(আল-বাকারা: ১৭৩)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে আমার নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহারা আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী নহে। যদি এই সকল নিদর্শনের সাক্ষী দশ কোটিও বলা হয় তবে কিছু অতিরঞ্জন করা হইবে না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা দেখিয়া কান্না আসে। ইহারা কোন উপকার গ্রহণ করিল না। যে সকল নিদর্শন তাহাদিগকে দেখানো হইয়াছে যদি এই এইগুলি হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম-এর সময়ে ইহুদীদিগকে দেখানো হইত তবে তাহারা ضُرِبَتۡ عَلَیۡہِمُ الذِّلَّۃُ -এর প্রতীক হইত না। যদি লূতের জাতি এই সকল নিদর্শন দেখিত তবে তাহারা এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে মাটির নীচে চাপা পড়িত না। কিন্তু আফসোস ঐ সকল হৃদয়ের জন্য, যাহারা পাথরের চাইতেও অধিক শক্ত প্রমাণিত হইল।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওঊদ (আ.)

১২৮নং নিদর্শনঃ ১৯০৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশ (তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা-অনুবাদক) সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, যাহার কথাগুলি এইরূপ ছিল- " পূর্বে বাংলার সম্পর্কে যাহা কিছু আদেশ জারী করা হইয়াছিল এখন তাহাদের মনোরঞ্জন করা হইবে।" উহার ব্যাখ্যা এই যে, সকলে অবগত আছে যে, সরকার বাংলাদেশ বিভক্তিকরণের ব্যাপারে আদেশ জারি করিয়াছিল। এই আদেশ বাঙালীদের এতখানি মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছিল, যেন তাহাদের গৃহে শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল। তাহারা বাংলার বিভক্তিকরণকে বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্যর্থ হইল। বরং ইহার বিপরীতে ফল এই দাঁড়াইল যে, সরকারের কর্মকর্তারা তাহাদের আন্দোলনকে পসন্দ করিল না। কর্মকর্তাদের পক্ষ হইতে তাহাদের সম্পর্কে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এখানে উহাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার আমার প্রয়োজন নাই। বিশেষভাবে লেফটেনেন্ট গভর্নর ফুলারকে তাহারা নিজেদের মৃত্যুর ফেরেশতা মনে করিল। কিন্তু এইরূপ ঘটিল যে, ঐ সময়ে যখন বাঙালীরা নিজেদের কর্মকর্তাদের হাতে কষ্ট পাইতেছিল এবং স্যার ফুলারে ব্যবস্থাপনায় তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল তখন আমার নিকট উপরোল্লিখিত ইলহাম হইল। অর্থাৎ " পূর্বে বাংলা সম্পর্কে যাহা কিছু আদেশ জারী করা হইয়াছিল এখন তাহাদের মনোরঞ্জন করা হইবে।" বস্তুতঃ আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সময়েই প্রকাশ করি। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবে পূর্ণ হইল যে, বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্নর ফুলার সাহেব, যাহার হাতে বাঙালীরা অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল এবং আহাযারী করিয়াছিল যে, তাহাদের হাহাকার আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল, তিনি হঠাৎ দায়িত্ব হইতে ইস্তাফা দিলেন। যে কারণে তিনি ইস্তাফা দিলেন সে সম্পর্কিত কাগজপত্র প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু বাংলা পত্র-পত্রিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ফুলার সাহেবের পদত্যাগে বাঙালীরা অত্যন্ত খুশীর অভিব্যক্তি করিয়াছিল। ইহার সব চাইতে বড় সাক্ষ্য হইতেছে এই যে, ফুলারের অপসারণের দরুন বাঙালীরা নিজেদের মনোরঞ্জন অনুভবন করে। ফুলারের পদত্যাগ করাতে তাহাদের আনন্দের সমাবেশ এবং বিপুল আনন্দের স্লোগান এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে যে, ফুলারের অপসারণের দরুন প্রকৃতপক্ষেই তাহাদের মনোরঞ্জন হইয়াছে। বরং সম্পূর্ণরূপে মনোরঞ্জন হইয়া গিয়াছে। ফুলারের অপসারণকে তাহারা নিজেদের জন্য সরকারের বড় অনুগ্রহ মনে করিল। অতএব যে উদ্দেশ্যে সরকার ফুলারের পদত্যাগের কারণ গোপন করে ঐ উদ্দেশ্য বাঙালীদের সীমাহীন আনন্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ইহার চাইতে আর কি বড় প্রমাণ হইতে পারে যে, সরকারের এই পদক্ষেপের দরুন বাঙালীরা তাহাদের মনোরঞ্জন নিজেরাই স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং যারপরনায় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল আমার সাময়িকী রিভিউ অব রিলিজিয়ান্সেই প্রকাশিত হয় নাই, বরং পাঞ্জাবের অনেক পত্র পত্রিকাও ইহা প্রকাশ করিয়াছিল। এমন কি বাংলার কোন কোন নামী-দামী পত্রিকাও এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিল।

এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার আরো একটি প্রমাণ এই যে, বাঙালীদের সব চাইতে বেশি প্রসিদ্ধ খবরের কাগজ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকার একটি লেখার একটি অংশ লাহোরের সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট পত্রিকায় ১৯০৬ সালের ২২শে আগস্টের সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়। ঐ অংশটি হইল-"আশা করা যায় যে, তাহার অর্থাৎ ফুলারের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি (নতুন লেফটেনেন্ট গভর্নর) বিশেষ মনোরঞ্জনের পলিসি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইহা হুবহু আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী হইবে। "

উপরোক্ত পত্রিকার এই কথা হইতেও প্রতীয়মান হয়, উহা এই ব্যাপারে নিজের আশ্বস্তি প্রকাশ করিয়াছে যে, বাঙালীদের মনোরঞ্জন করা নিশ্চয় লেফটেনেন্ট গভর্নরের কর্তব্য হইবে। অতএব উল্লেখিত পত্রিকাও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার একটি সাক্ষী।

অবশেষে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে আরো একটি শক্তিশালী প্রমাণ লিখিতেছি। তাহা এই যে, একজন ইংরেজ অফিসার, যিনি ৫০ বৎসর সরকারের একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি লাহোরের সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট পত্রিকায় ১৯০৬ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে এক দীর্ঘ চিঠিতে লেখেন, স্যার ফুলারে পদত্যাগ হুবহু বাঙালী বাবুদের ইচ্ছা মোতাবেক হইয়াছে। আরো লেখেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাহার অর্থাৎ ফুলারের স্থালাভিষিক্তকে এই নির্দেশ (সরকারে পর্যায় হইতে) দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি আন্দোলনকারী বাবুদের সহিত মনোরঞ্জনের পন্থা অবলম্বনের জন্য এই নির্দেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন দেখ, কত সুস্পষ্টভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। খোদা নিজের তরতাজা নিদর্শন দেখাইয়া যাইতেছেন। আহা! ইহারা কতখানি গাফেল হৃদয়ের লোক, এরপরও গ্রহণ করে না। আমি এই অবিরাম নিদর্শনাদির দ্বারা এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছি যেরূপে সমুদ্র পানিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু আফসোস, এই স্বচ্ছ ও শীতল পানি হইতে আমার বিরুদ্ধবাদীদের অদৃষ্টে এক ফোটাও জুটিল না। এই দুর্ভাগ্যের কোন ধারণা করা যায় না।

এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে আমার নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহারা আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী নহে। যদি এই সকল নিদর্শনের সাক্ষী দশ কোটিও বলা হয় তবে কিছু অতিরঞ্জন করা হইবে না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা দেখিয়া কান্না আসে। ইহারা কোন উপকার গ্রহণ করিল না। যে সকল নিদর্শন তাহাদিগকে দেখানো হইয়াছে যদি এই এইগুলি হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম-এর সময়ে ইহুদীদিগকে দেখানো হইত তবে তাহারা ضُرِبَتۡ عَلَیۡہِمُ الذِّلَّۃُ (অর্থঃ লাঞ্ছনার মার পড়িল)-এর প্রতীক হইত না। যদি লূতের জাতি এই সকল নিদর্শন দেখিত তবে তাহারা এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে মাটির নীচে চাপা পড়িত না। কিন্তু আফসোস ঐ সকল হৃদয়ের জন্য, যাহারা পাথরের চাইতেও অধিক শক্ত প্রমাণিত হইল। তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার যে কোন অন্ধকারের চাইতেও বেশি

এরপর এগারোর পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

যদি জামাতীয় প্রোগ্রাম এবং অঙ্গ সংগঠনের প্রোগ্রামের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় তবে জামাতীয় প্রোগ্রামকে প্রাধান্য দিতে হবে। অঙ্গ সংগঠন তাদের অনুষ্ঠান অন্য কোন সময় করতে পারে।

যথারীতি নামায পড়া হচ্ছে কি না, কুরআন করীমের তিলাওয়াত হচ্ছে কি না, এম.টি.এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি নেই-আপনি নম্রতার সঙ্গে এই বিষয়টির তদারকি করুন। কতজন এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে এবং নিয়মিত এম.টি.এর দেখে-সে সম্পর্কে আপনাকে অবহিত থাকতে হবে।

প্রবীণদেরকে প্রাতঃভ্রমণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। এমন প্রোগ্রাম তৈরী করুন যাতে মসজিদ এবং জামাতী সেন্টারে যাতায়াত বহাল থাকে এবং জামাতের সদস্যরা সক্রিয় থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের জামাত Skype এর মাধ্যমে শুরু করেছে। শিশু ও যুবকরা নিজেদের বাড়িতে বসে কুরআন শিখছে। আপনারাও Skype এর মাধ্যমে কুরআন করীম পড়ানোর বিষয়ে জরিপ করে দেখতে পারেন।

মজলিস আমেলা যে কর্মসূচিই গ্রহণ করুক, সব সময় তার প্রথম লক্ষ্য যেন নিজেদেরকেই মনে করা হয়।

আপনাদের আমেলার সদস্যরাই তো করে না। বড়রা না করলে, ছোটরা কিভাবে করবে? আপানাদের দায়িত্ব হল বাড়িতে নম্রতা ও ভালবাসা সহকারে তাদেরকে বোঝানো। বাড়িতে পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী নামায পড়লে, তিলাওয়াত করলে সন্তানেরাও নামায পড়বে এবং তিলাওয়াত করবে।

কারো যদি আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে বা অন্য কোন পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, তবে নিজের ব্যক্তিগত অভিযোগকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন, এটিকে ছড়িয়ে পড়তে দিবেন না আর সে বিষয়ে বাড়িতে আলোচনা করবেন না বা জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেন না। দোয়া করুন এবং নিজের সমস্যা জন্য খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন।

রিপোর্ট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

(অবশিষ্টাংশ)

সদরের সহায়িকা তৈরী করে মেয়েদের বৈঠকের আয়োজন করুন। এখন ২১ বছর পর্যন্ত মেয়েদেরও সিলেবাস তৈরী হয়ে গেছে। মায়েদেরও উচিত সেই সিলেবাস পাঠ করা। লাজনারা সেক্রেটারীর মাধ্যমে নিজেদের ইজলাসের ব্যবস্থা করবে। ছেলেরা মেয়েদের মধ্যে বসবে না।

মিটিংয়ের শেষে সদর লাজনা হুযুর আনোয়ার (আই.) কে বলেন, লাজনাদের জন্য মসজিদে জায়গার অভাব রয়েছে। হুযুর বলেন, এবিষয়টি আপনি লিখিতভাবে দিন। তিনি বলেন, লাজনারা সরাসরি নিজেদের রিপোর্ট পাঠাবে।

অঙ্গ সংগঠন গঠনের উদ্দেশ্য হল জামাতের চাকা যেন সচল থাকে এবং আপনাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। জামাতের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এই চারটি বিভাগ লাজনা, আনসার, খুদ্দাম তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে তবে অগ্রগতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ডেনমার্কের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে এই বৈঠকটি সাড়ে সাতটায় সমাপ্ত হয়।

ডেনমার্কের আনসারদের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বৈঠক

হুযুর সর্বপ্রথম দোয়া করেন এবং কায়েদ আমুমীকে আনসারদের মজলিসের সংখ্যা জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করেন। কায়েদ সাহেব বলেন, আনসারদের একটি মাত্রই মজলিস রয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন,, লাজনাদের ছয়টি মজলিস রয়েছে, আপনাদের কেবল একটি! এত শিথিলতা কেন?

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে তাজনীদের বিষয়ে বলা হয় যে, আনসারদের সংখ্যা হল ৮১। হুযুর বলেন, ৮১ জন আনসারকে কিভাবে সামাল দেন। কোন যয়ীম নেই। আপনি কিভাবে আনসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন? তাদের ছোট ছোট ইউনিট গঠন করুন যাতে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং প্রত্যেকের সঙ্গে যোগযোগ করা যায়। আপনাদের ব্যবস্থাপনা সেটিই যা প্রাথমিক নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আপনাদের সেগুলিকে অনুশীলন করার মাধ্যমে নিজের 'হালকা' এবং মজলিস গঠন করে সেই অনুসারে চলতে হবে।

হুযুর বলেন, আনসারে আপনাদের আমেলার যে সদস্যগণ রয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকের দাড়ি নেই। ছোট ছোট দাড়ি রাখুন।

হুযুর বলেন, যে সমস্ত পুরোনো আহমদীরা এখানে এসে বসবাস করছেন তারা নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোন কাজ করেন নি, কিন্তু অন্যান্য অ-আহমদী মুসলমানেরা হাজার হাজার সংখ্যায় নিজেদের জনবল বৃদ্ধি করেছে। এখন তাদের সংখ্যা দুই লক্ষ আর আপনারা পাঁচশোর মধ্যে সীমিত থেকে গেছেন। পুরোনোরা যদি কাজ করত আর আহমদীদেরকে এই দেশে নিয়ে আসত তবে আপনাদের সংখ্যা অনেক বেশি হত।

হুযুর বলেন, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছিলেন, চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত খুদ্দামরা খুব ভাল কাজ করে। আনসারে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে জানি না তারা কি কারণে অলস হয়ে যায়। হুযুর বলেন, নিজেদেরকে তৎপর ও সক্রিয় রাখুন।

রিপোর্ট পাঠানোর বিষয়ে হুযুর বলেন, অঙ্গ সংগঠনগুলির রিপোর্ট আমার কাছে সরাসরি আসা চাই। এরা নিজেদের রিপোর্ট পাঠানোর বিষয়ে স্বতন্ত্র। আপনাদের রিপোর্টে আমীর জামাতের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক নয়।

হুযুর বলেন, আপনারা জামাতের সদস্য হিসেবে আমীরের অধীনে, কিন্তু আপনাদের সংগঠন মজলিস আনসারুল্লাহ স্বতন্ত্র। জামাতের সদস্য হিসেবে আমীর আপনাদেরকে যে কাজই দিক বা আদেশ করুক তা পালনীয়। আর আনসারুল্লাহ্‌র সংগঠন হিসেবে আপনাকে আমীর কোন নির্দেশ দেয়, সেক্ষেত্রে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র যে নিজস্ব কর্মসূচি রয়েছে সেই অনুসারে চলুন। যদি জামাতীয় প্রোগ্রাম এবং অঙ্গ সংগঠনের প্রোগ্রামের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় তবে জামাতীয় প্রোগ্রামকে প্রাধান্য দিতে হবে। অঙ্গ সংগঠন তাদের অনুষ্ঠান অন্য কোন সময় করতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লন্ডনে প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে আনসারদের যথারীতি একটি বিভাগ রয়েছে। আমাকে সরাসরি নিজেদের রিপোর্ট পাঠাবেন।

নওমোবাইনদের কায়েদ তরবীয়ত নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, দুই-তিনজন নওমোবাঈন রয়েছেন। হুযুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন , গত দুই-তিন বছরে কতজন নওমোবাঈন তৈরী করেছেন আরও নওমোবাঈন তৈরী করুন।

ওয়াকফে আরযী ও তালীমুল কুরআনের কায়েদ সাহেবকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনার আমেলা সদস্যরা যেন ওয়াকফে আরযী করে। অন্যদেরকেও এর প্রতি আকৃষ্ট করুন। অনেকে অবসর যাপন করছেন এবং তারা সুস্থ-সবলও রয়েছেন, তারা ওয়াকফে আরযী করতে পারে। তারা যেন ওয়াকফ করে এবং তালীম ও তরবীয়ত এবং তবলীগের দিকে দৃষ্টি দেয়। এই কাজ সর্বপ্রথম নিজেদের আমেলার মাধ্যমে আরম্ভ করুন। আর সর্বাগ্রে আপনি নিজে ওয়াকফে আরযী করুন।

তালীমুল কুরআন প্রসঙ্গে বলা হয় যে, মসজিদে যথারীতি কুরআন করীম পড়ানো হয় যেখানে দশ জন আনসার অংশ গ্রহণ করেন। হুযুর বলেন, ৮১ জন আনসারের মধ্যে কেবল দশ জন অংশ গ্রহণ করেন। এই সংখ্য অতি নগণ্য। এটি বৃদ্ধি করুন।

তরবীয়ত কায়েদকে নির্দেশ দিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যথারীতি একটি কর্মসূচি তৈরী করুন যাতে বাড়িতে মহিলা ও শিশুদের তরবীয়তের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। যথারীতি নামায পড়া হচ্ছে কি না, কুরআন করীমের তিলাওয়াত হচ্ছে কি না, এম.টি.এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি নেই-আপনি নম্রতার সঙ্গে এই বিষয়টির তদারকি করুন। কতজন এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে এবং নিয়মিত এম.টি.এর দেখে-সে সম্পর্কে আপনাকে অবহিত থাকতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি প্রত্যেক এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেন, তবে আপনি তাদের জন্য দরসের ব্যবস্থাও করে ফেলবেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর দরস এম.টি.এ-তে সম্প্রচারিত হচ্ছে। আমার খুতবা ও ভাষণাদি রয়েছে, সেগুলি শুনুন। আপনার কাজ হল সকলকে সম্পৃক্ত করা এবং ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনে আনা।

জুমআর খুতবা

উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন, সকল ক্ষেত্রে উন্নত স্বভাব চরিত্র প্রদর্শন, ঘর, সমাজ এবং এক কথায় সকল পর্যায়ে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শন এবং আপন-পর সবার সাথে উন্নত নৈতিক আচরণের বিষয়ে ইসলামে যতটা তাগিদপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিককেও উপেক্ষা করা হয় নি, অন্য কোন ধর্মে এত বিস্তারিতভাবে এ বিষয়গুলো বর্ণিত হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদেরই মোটের ওপর সবচেয়ে নিম্নমানের গণ্য করা হয়।

মহানবী (সা.) স্বীয় আমলের মাধ্যমেও এবং বিভিন্ন সময়ে নিজ উম্মতকে চারিত্রিক উন্নত মানে উপনীত হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। মুসলমানরা সাধারণত রসূল প্রেমের দাবি করে ঠিকই, কিন্তু তাঁর কথা ও সুন্নতের ওপর আমল নেই বললেই চলে। মুসলমানদের এ অবস্থারই প্রেক্ষাপটে, যখন এমন অবস্থা হওয়ার ছিল, আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এ দিকেও তারা কর্ণপাত করতে প্রস্তুত নয়।

তাদের এই অবস্থা আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হওয়া উচিত যে, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীতে সজ্জিত হওয়ার জন্য আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা করা উচিত। সর্বশক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীতে সজ্জিত হওয়া উচিত, যা হলো ইসলামী শিক্ষা এবং যার মহান দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন বা যে কোনভাবে এসব বিষয়ে নসীহত করে গেছেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণীর আলোকে কয়েকটি মৌলিক নীতিগত শিক্ষা এবং তাঁর সুউচ্চ মহান চারিত্রিক গুণাবলীর পবিত্র নমুনা সম্পর্কে আলোচনা। এই প্রসঙ্গে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে চারিত্রিক গুণাবলীর সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করার উপদেশাবলী।

করাচীর ডিফেন্স সোসাইটি কলোনীর মাননীয় শেখ আব্দুল হামীদ সাহেবের পুত্র মাননীয় শেখ আব্দুল মাজীদ সাহেবের মৃত্যু। তাঁর প্রশংসা সূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২রা মার্চ, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২আমান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন, সকল ক্ষেত্রে উন্নত স্বভাব চরিত্র প্রদর্শন, ঘর, সমাজ এবং এক কথায় সকল পর্যায়ে উন্নত চারিত্রিক আচার-ব্যবহার প্রদর্শন এবং আপন-পর সবার সাথে উন্নত নৈতিক আচরণের বিষয়ে ইসলামে যতটা তাগিদপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিককেও উপেক্ষা না করা হয় নি, অন্য কোন ধর্মে এত বিস্তারিতভাবে এ বিষয়গুলো বর্ণিত হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদেরই মোটের ওপর সবচেয়ে নিম্নমানের গণ্য করা হয়। অমুসলিমরা তাদের দিকেই আঙুল তোলে, কেননা তাদের কর্ম তাদের কথার পরিপন্থী।

মহানবী (সা.) স্বীয় আমলের মাধ্যমেও এবং বিভিন্ন সময়ে নিজ উম্মতকে চারিত্রিক উন্নত মানে উপনীত হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। মুসলমানরা সাধারণত রসূল প্রেমের দাবি করে ঠিকই, কিন্তু তাঁর কথা ও সুন্নতের ওপর আমল নেই বললেই চলে। মুসলমানদের এ অবস্থারই প্রেক্ষাপটে, যখন এমন অবস্থা হওয়ার ছিল, আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এ দিকেও তারা কর্ণপাত করতে প্রস্তুত নয়। বরং কিছু লোক, কোন কোন স্থানে বা কোন কোন দেশে বিরোধিতার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। তারা ন্যূনতম নৈতিকতাকেও উপেক্ষা করেছে। বরং নৈতিকভাবে চরম অধঃপতিত ব্যক্তির চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে অত্যন্ত নোংরা ও অপবিত্র ভাষা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর মান্যকারীদের জন্য ব্যবহার করে। আর পৃথিবীর সর্বত্র তারা এর পরিণতিও ভুগছে। যেভাবে আমি বলেছি, অমুসলিমরা তাদের দিকে আঙুল তোলে। তাদের এই অবস্থা আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হওয়া উচিত যে, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীতে সজ্জিত হওয়ার জন্য আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা করা উচিত। সর্বশক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীতে সজ্জিত হওয়া উচিত, যা হলো ইসলামী শিক্ষা এবং যার মহান দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন বা যে কোনভাবে এসব বিষয়ে নসীহত করে গেছেন। অন্যথায় আমাদের আহমদী হওয়া বা আহমদী হিসেবে পরিচয় দেওয়ায় কোন লাভ নেই।

রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র কর্মপন্থা বা জীবনাদর্শ দেখলে বিস্ময়কর উন্নত মান পরিলক্ষিত হয়। তাঁর পারিবারিক জীবনকেই নিন, কোথাও তাঁর এক স্ত্রীর খাটো হওয়া নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর ঠাট্টা করার প্রেক্ষাপটে তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, কারো আবেগ অনুভূতিতে আঘাত করা উচিত নয়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

আবার এক স্ত্রীকে এই প্রেক্ষাপটে বুঝান যে, অন্য স্ত্রীর কোন কাজে সামান্যতম অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করাও উচিত নয়।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আহকাম)

কোথাও আবার শিশুদের চারিত্রিক মান উন্নত করার নসীহত করে বলেন যে, লোকের ফলের গাছে পাথর ছুড়ে তাদের কাঁচা-পাকা ফল নষ্ট করবে না। আর এক শিশুকে তিনি বলেন যে, খুব বেশি ক্ষুধা লাগলে এবং সহ্য করতে না পারলে গাছের নিচে পড়ে থাকা পাকা খেজুর কুড়িয়ে নিয়ে খাও। কিন্তু একই সাথে এই নসীহতও করেছেন যে, সবচেয়ে ভাল কথা হলো আমি দোয়া করছি, তোমাকে যেন এমন অবস্থার সম্মুখীনই হতে না হয় যে, তোমাকে খেজুর কুড়িয়ে নিয়ে খেতে হবে। তুমি যেন নিরুপায় না হও। স্বয়ং খোদা তোমার ব্যবস্থা করুন। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ) এই দোয়ার মাধ্যমে তিনি (সা.) শিশুর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন যে, নিজের অভাব মোচনের জন্য খোদার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর আর অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ হস্তগত করবে না। কেননা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে যদিও এমন জিনিস বৈধ যা নিচে পড়ে থাকে, কিন্তু তিনি (সা.) বলেন যে, উন্নত নৈতিক গুণাবলীতে সজ্জিত হও আর এটিই নেকী বা পুণ্যকর্ম। এরপর এক বালকের দ্রুত খাবার খাওয়া এবং থালায় দ্রুত হাত দেওয়ার কারণে বলেন, প্রথমে বিসমিল্লাহ্ পড়, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনে যে খাবার আছে তা থেকে নিয়ে খাও। (সহী বুখারী, কিতাবুল আতয়িমাহ)

অতএব শিশুদের তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণও এভাবে করা উচিত, যেন বড় হয়ে তাদের মাঝে উন্নতমানের স্বভাব চরিত্র গড়ে উঠে। এরপর মিথ্যা এক পাপ আর সত্য একটি পুণ্য এবং চারিত্রিক গুণ- এ কথা শৈশবেই শিশুদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করার জন্য তিনি (সা.) নসীহত করতে গিয়ে বলেন, এখানে এক সাহাবী নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার আমাদের ঘরে মহানবী (সা.)-এর শুভাগমণ ঘটে। আমি শৈশবের চপলতাবশত কিছুক্ষণ পর তাঁর (সা.) উপস্থিতেই খেলার জন্য ঘর থেকে বাইরে ছুটে যাচ্ছিলাম। তখন আমার মা আমাকে এই বরকতঘন পরিবেশ ছেড়ে দূরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে বলেন যে, এদিকে আস, এখন এখানেই থাক, আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব। মহানবী (সা.) মাকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কি আসলেই তাকে

কিছু দিতে চাও? আমার মা বলেন, জ্বী হ্যাঁ! আমি তাকে একটি খেজুর দিব। একথা শুনে রসূলে করীম (সা.) বলেন, তোমার যদি এই উদ্দেশ্য না থাকত আর কেবল শিশুকে ডাকার উদ্দেশ্যে এটি বলতে তাহলে মিথ্যা বলার দোষে দোষী হতে। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব) এর ফলে স্বল্প বয়সের এই শিশুর কাছেও সত্যের গুরুত্ব এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে আর বড় হওয়ার পরও একথাটি তিনি স্মরণ রেখেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, সে ঘটনার পর এই বিষয়ের এরূপ গুরুত্ব আমার হৃদয়ে বিরাজমান ছিল।

একবার এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি যদি সব পাপ পরিত্যাগ করতে না পার তবে নিদেনপক্ষে মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও, অন্ততপক্ষে একটি পাপ পরিহার কর।

(তাফসীর কাবীর, ইমাম রাজি, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৬)

এখন প্রশ্ন হলো আধুনিক মুসলমানদের চারিত্রিক মান কি এরূপ যে, তারা এমন সূক্ষ্মতা বজায় রেখে মিথ্যা পরিত্যাগ আর সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে? বরং আমাদের নিজেদের অবস্থাও খতিয়ে দেখা উচিত যে, আমরা কি এই মানে উপনীত হয়েছি? একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) কবিরা গুণাহ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, কবিরা গুণাহ হলো আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা। আর এরপর বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি (সা.) হেলান দিয়ে বসে কথা বলছিলেন, সে অবস্থা থেকে উঠে বসেন এবং বলেন, মনোযোগসহকারে শুন, মিথ্যা ও মিথ্যা সাক্ষ্য, পুনরায় বলেন, মিথ্যা ও মিথ্যা সাক্ষ্য আর এ কথা তিনি বার বার পুনরাবৃত্তি করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এমনকি রসূলে করীম (সা.) একথা পুনরাবৃত্তি করা অব্যাহত রাখেন। আমাদের হৃদয়ে তখন এই বাসনা জাগে যে, হায়! মহানবী (সা.) যদি এখন নীরব হয়ে যেতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব)

এরপর তাঁর ধৈর্য এবং সহনশীলতার বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে, তাঁর মাঝে এর মান কেমন ছিল আর কীভাবে তিনি নসীহত করতেন। এক মরুবাসী মসজিদে প্রস্রাব করছিল, মানুষ তাকে বাধা দেওয়ার জন্য ছুটে যায়, মহানবী (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও, আর যেখানে প্রস্রাব করেছে সেখানে পানি ঢেলে দাও। এরপর তিনি বলেন, তোমাদেরকে মানুষের সহজসাধ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, কাঠিন্যের জন্য নয়। এ কথা শুনে সেই মরুবাসী পরবর্তীতে সব সময় মহানবী (সা.)-এর এই স্নেহের কথা উল্লেখ করত।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুত তাহারাত)

আজকাল তো মনে হয় মুসলমান সরকার, আলেম শ্রেণি এবং বিভিন্ন গোষ্ঠিও যেন কাঠিন্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তুচ্ছ হোক বা বড়, কোন বিষয়েই তারা সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করে না। একবার তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি এ বিষয়টি অবগত হতে চাও যে, তুমি ভালো কাজ করছো নাকি মন্দ,তাহলে তোমার প্রতিবেশীর প্রতি দৃষ্টি দাও যে, তোমার সম্পর্কে তার মতামত পোষণ করেন?

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

এরপর তিনি (সা.) কর্মকর্তাদের বলেন, তোমাদের উন্নত চরিত্রের প্রমাণ তখন পাওয়া যাবে যখন নিজেদেরকে জাতির সেবক জ্ঞান করবে আর নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য সহকারে জনসাধারণের সেবা করবে।

(কুনযুল আমাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭১০)

আমাদের নেতা এবং কর্মকর্তাদের মাঝে এই মান কোথায় পরিলক্ষিত হয়? অতএব জামা'তের যেসব কর্মকর্তা রয়েছেন তাদেরও এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

এরপর যখন সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হস্তগত হয়েছে আর আরবের ওপর তিনি বিজয় লাভ করেছেন তখন তাঁর চারিত্রিক মান আমরা কোন মার্গে দেখতে পাই! মক্কা বিজয়ের সময়ে তিনি কীভাবে উন্নত নৈতিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন! শত্রুদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন আর তারা এমন শত্রু ছিল যারা তাঁর প্রাণের শত্রু ছিল, যারা তাঁকে অনবরত যাতনা দিয়েছিল। কিন্তু এই ক্ষমাই অনেকের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে যায়। মহানবী (সা.)-এর উন্নত চারিত্রিক মানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

'আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আমাদের নবী (সা.) কে সম্বোধন করে বলেন- إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (সূরা আল কলম: ৫) অর্থাৎ তুমি এক মহান চারিত্রিক মানে অধিষ্ঠিত। কাজেই এই ব্যাখ্যা অনুসারে এর অর্থ হলো সকল প্রকার চারিত্রিক গুণ, (আর সেগুলো কী?) সেগুলো হলো- দানশীলতা, বীরত্ব, ন্যায়বিচার, দয়া, অনুগ্রহ, নিষ্ঠা এবং দৃঢ় মনোবল ইত্যাদি। (অর্থাৎ মনোবল অটুট রেখে কোন বিষয় সহ্য করা) এই সমস্ত গুণই তোমার সত্তায় একত্রিত রয়েছে। এক কথায় মানুষের হৃদয়ে যত ধরনের শক্তিসমূহ বিদ্যমান, যেমন- শিষ্টাচার, লজ্জাবোধ, সততা, ভালোবাসা, আত্মাভিমান, অবিচলতা, সংযম, জগতবিমুখতা, ভারসাম্য, সহানুভূতি। একইভাবে বীরত্ব, উদারতা, দানশীলতা, ক্ষমাপরায়ণতা, ধৈর্যশীলতা, অনুগ্রহ, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি। এসব সহজাত অবস্থা যখন বিবেকবুদ্ধি এবং সুচিন্তার ফলশ্রুতিতে যথাস্থান ও যথাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন এ সবগুলোর নাম হলো আখলাক বা নৈতিক চরিত্র। এই সমস্ত আখলাক আসলে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা এবং স্বাভাবিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এগুলো শুধু তখনই আখলাক হিসেবে গণ্য হয় যখন স্থানকালভেদে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে প্রকাশ করা হয়।

(ইসলামি ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৩)

অভ্যাসের বশে নয় বরং প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা, যেন এর ভালো ফলাফল প্রকাশ পায়, এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করতে হবে। অনেক সময় শাস্তি দিতে হয়, কিন্তু সেই শাস্তি ভালো ফলাফলের উদ্দেশ্যে দেওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট প্রদর্শন-সংক্রান্ত বিভিন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

উন্নত চরিত্রের প্রমাণ দুটি অবস্থায় প্রকাশ পায়। পরীক্ষা, অস্বচ্ছলতা ও কষ্টের যুগে এবং পুরস্কার ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে। পরীক্ষা ও অস্বচ্ছলতার যুগে যে ব্যক্তি ধৈর্য ও খোদার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে সে উন্নত চরিত্রের অধিকারী। আর পুরস্কার ও ক্ষমতার যুগে যে বিনয়ের সাথে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে তাকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী বলা যেতে পারে। এই উভয় অবস্থা আমাদের মহানবী (সা.)-এর মাঝে দিবালোকের মত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি (সা.) তাদেরকেও ক্ষমা করেছেন যারা তাঁর রক্তপিপাসু ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী সব সময় দু'ভাবে প্রকাশ পায়। হয় পরীক্ষার যুগে নয়তো স্বাচ্ছন্দ্য বা পুরস্কারের যুগে। যদি শুধু একটি দিকই প্রকাশ পায় আর দ্বিতীয় দিক না থাকে তাহলে চরিত্র কেমন তা স্পষ্ট না। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলীকে পরম মার্গে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, তাই তাঁর জীবনের কিছু অংশ মক্কার সাথে সম্পর্কিত আর কিছু অংশ মদীনার সাথে। মক্কার শত্রুদের বড় বড় কষ্টের মুখে তিনি ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর তাদের চরম কঠোর আচরণ সত্ত্বেও তাদের প্রতি তিনি সহনশীলতা এবং নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। খোদার পক্ষ থেকে তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছেন তা প্রচারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার আলস্য প্রদর্শন করেন নি। আবার মদীনায় যখন তাঁর হাতে শৌর্য-বীর্য ও ক্ষমতা ছিল তখন একই শত্রু যখন বন্দী হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয় তখন তাদের অধিকাংশকে তিনি ক্ষমা করে দেন। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৫-১৯৬)

পুনরায় রসূলে করীম (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন,

"এই কথাগুলো খুবই মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত। অধিকাংশ মানুষকে আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করে দেখেছি যে, কেউ কেউ পরম দানশীল হয়ে থাকে, কিন্তু একই সাথে রাগী এবং প্রতিশোধ প্রবণ হয়। (তারা খুবই দানশীল, মানুষকে দান করে, কিন্তু একই সাথে রেগেও যায় আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। কাউকে কিছু দেওয়ার পর অসন্তুষ্ট হলে খোঁটাও দেয়।) আবার কেউ আছে কোমল প্রকৃতির কিন্তু কৃপণ। অনেকে রাগ ও ক্রোধের সময় প্রহারে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় কিন্তু বিনয় ও নম্রতার লেশমাত্র নেই। কতককে দেখেছি, তাদের মাঝে বিনয় ও নম্রতা পরম মার্গে থাকলেও বীরত্ব নেই। ..... (অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতা রয়েছে কিন্তু বীরত্ব নেই। সময়ের প্রয়োজনে তারা ভীরুতা প্রদর্শন করে।) তিনি (আ.) বলেন, এটি সত্য কথা যে, সব মানুষের মাঝে সব গুণ পরম মার্গের থাকে না। কিন্তু এটিও সত্য কথা যে, এগুলো থেকে সব মানুষ পুরোপুরি বঞ্চিতও থাকে না। পুনরায় মহানবী (সা.)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এসব গুণের সর্বোত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হলেন মহানবী (সা.), যিনি সকল গুণের সমাহারের ক্ষেত্রে পরম মার্গে ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (সূরা আল কলম: ৫)।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩২-১৩৩)

অতএব কষ্টের যুগেও তিনি চারিত্রিক সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন এবং ধৈর্যের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, পৃথিবী হতভম্ব হয়ে গেছে। আর যেভাবে আমি বলেছি, পুরো আরবের ক্ষমতার অধিকার যখন তাঁর হাতে আসে তখন সকল অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএবএকজন প্রকৃত মুসলমান এবং মহানবী (সা.)-এর মান্যকারীর সর্বাবস্থায় চরিত্রের উন্নত মানকে নিজের

সামনে রাখা উচিত আর তা প্রদর্শন করা উচিত। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে আমাদেরকে পথের দিশা দিয়েছেন তা দেখুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে বলেন,এই উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী এমন ছিল যা মানুষকে প্রেমাসক্ত করেছে আর এক নিদর্শন প্রকাশ করেছে। এরপর তিনি (আ.) আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই পন্থার অনুসরণে তোমরা যদি নিজেদের চারিত্রিক মানের উন্নয়ন সাধন কর আর যথাস্থানে সকল চারিত্রিক বৈশিষ্টের প্রয়োগ কর তাহলে তোমরাও নিদর্শন দেখাতে পার।

তিনি (আ.) বলেন, অলৌকিক নিদর্শন সম্পর্কে মানুষ কোন না কোন ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করে আর সেগুলোকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, কিন্তু নৈতিক অবস্থা এমন এক নিদর্শন যার প্রতি কেউ অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে না। আর এ কারণেই আমাদের প্রিয় নবী রসূ লুল্লাহ্ (সা.)-কে সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী যে নিদর্শন দেওয়া হয়েছে তা হলো চারিত্রিক সৌন্দর্য। যেভাবে বলা হয়েছে إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ(সূরা আল কলম : ৫)। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সকল প্রকার অলৌকিক নিদর্শন প্রমাণের ক্ষেত্রে এমনিতেই সকল নবীর নিদর্শনাবলী থেকে অনেক উন্নত মানের, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক নিদর্শনের মর্যাদা তাদের সকলের থেকে এগিয়ে রয়েছে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাস উপস্থাপন করতে পারে না আর পারবেও না। আমি মনে করি প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নিজের নোংরা স্বভাব মন্দ চরিত্র এবং বদঅভ্যাস ছেড়ে দিয়ে উন্নত গুণাবলী অবলম্বন করে (অর্থাৎ নিজের মাঝে উন্নত অভ্যাস সৃষ্টি করে) তার জন্য সেটিই কেরামত। যদি এমনটি কর অর্থাৎ বদঅভ্যাস ছেড়ে দাও আর নিজের মাঝে পুণ্য সৃষ্টি কর তাহলে এটি অনেক বড় নিদর্শন বা মোজেযা। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি খুবই রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ বা রাগী মানুষ এই কুঅভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করে আর নমনীয়তা ও কোমলতার পথ অবলম্বন করে অথবা কার্পণ্য ছেড়ে দানশীলতা অবলম্বন করে আর হিংসার পরিবর্তে সহানুভুতি প্রদর্শন করে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি কেরামত বা মোজেযা। (কঠোর প্রকৃতির ও রাগী মানুষ যদি বদঅভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করে নমনীয়তা ও ক্ষমার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় অথবা কার্পণ্য ছেড়ে যদি দানশীলতায় অভ্যস্ত হয় আর হিংসার পরিবর্তে যদি সহানুভূতি প্রদর্শন করে তাহলে এমন পরিবর্তন আনয়ন করলে এটি নিদর্শন আর এর ফলাফলও প্রকাশ পায়।) একইভাবে যদি আত্মপ্রশংসা ও আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ করে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে তাহলে এই বিনয়ই হলো কেরামত বা নিদর্শন।) নিজের প্রশংসা বা নিজেকে প্রকাশ করা অথবা প্রশংসা করানো পরিহার করে বিনয় অবলম্বন কর তাহলে এটি নিদর্শন গণ্য হবে।

তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের মাঝে কে আছে যে, কেরামত প্রদর্শনকারী হওয়া পছন্দ করবে না? আমি জানি সবাই এটি হওয়া পছন্দ করবে। তাই এটি একটি স্থায়ী ও জীবন্ত নিদর্শন। মানুষ যেন তার চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন করে, কেননা এটি এমন একটি কেরামত বা নিদর্শন যার প্রভাব কখনো নষ্ট হয় না বরং এর উপকারিতা সুদূরপ্রসারী। মু'মিনের উচিত স্রষ্টা এবং সৃষ্টির দৃষ্টিতে নিদর্শন প্রদর্শনকারী হয়ে যাওয়া। অনেক লম্পট এবং ভোগ বিলাসিতায় মত্ত মানুষকে এমন দেখা গিয়েছে যে, তারা কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখে মানে নি, কিন্তু চারিত্রিক অবস্থা দেখে তারাও নতশির হয়েছে। আর স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পায় নি। অনেকের জীবনালখ্যে তোমরা এই বিষয় দেখবে যে, তারা চারিত্রিক মোজেযা দেখেই সত্য ধর্ম গ্রহণ করেছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪১-১৪২)

বাহ্যতঃ সচরাচর অনেক বস্তুবাদি মানুষও চরিত্রবান হওয়ার ভান করে, কিন্তু তাদের যে বিষয়কে চরিত্র আখ্যা দেওয়া হয় তা সত্যিকার অর্থে সচরাচর লোকদেখানো কাজ হয়ে থাকে। মানুষের সামনে নিজেকে ভালো প্রমাণের জন্য তারা এমন কাজ করে, যেখানে ব্যক্তিস্বার্থ থাকে না সেখানে তারা নিজেদেরকে ভালো প্রমাণ করে। হৃদয়ে ভিন্ন কিছু বিরাজ করে বা অনেক সময় কোন বড় কর্মকর্তার সামনে বা কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সামনে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যেন অনেক উন্নত চরিত্রের অধিকারী, আসলে এটি এক প্রকার কপটতা। এটি এমন বিষয় যা দুর্বলতা ও কোন ভয়ের কারণে তারা এমন সব কথা বলে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, ইসলামী শিক্ষা এটি নয়। কেননা প্রকৃত ইসলামী চরিত্র এটি নয় বরং উন্নত নৈতিক চরিত্র হলো সেটিই যা মনের গভীর থেকে প্রকাশ পায়। সহানুভূতি প্রদর্শন করলে তা আন্তরিক হওয়া উচিত আর অন্য কোন বিষয় হলেও তা মন থেকে হওয়া উচিত।

কাজেই এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) একবার বলেন, চরিত্র বা নৈতিক গুণ দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো অধুনাকালের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা যা প্রকাশ করে। সাক্ষাৎ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মৌখিক চাটুকারিতা এবং দ্বিচারিতা প্রদর্শন করে, কিন্তু হৃদয় কপটতা ও বিদ্বেষে পূর্ণ থাকে। এই চরিত্র কুরআন পরিপন্থী।

দ্বিতীয় প্রকার আখলাক বা চরিত্র হলো সত্যিকার সহানুভূতি প্রদর্শন করা, হৃদয়ে যেন কোন প্রকার কপটতা না থাকে আর চাটুকারিতা ও কপটতা অবলম্বন যেন না করা হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى (সূরা আন নাহাল : ৯১) এটি হলো উত্তম পন্থা (অর্থাৎ ন্যায়বিচার কর, ইনসাফ কর, যা সত্য তা বর্ণনা কর। এরপর এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, যেখানে এহসান করতে হয় সেখানে এহসান বা অনুগ্রহ কর। এরপর আরো এগিয়ে যাও, মানুষের সাথে এমন ব্যবহার কর, এমন চারিত্রিক সৌন্দর্য প্রকাশ কর যেভাবে এক মা তার সন্তানের সাথে করে, যেভাবে কোন নিকটাত্মীয় আরেক নিকটাত্মীয়ের সাথে করে।) তিনি (আ.) বলেন, এটি হলো সেই কামেল এবং সর্বত্তোম পন্থা। আর সকল প্রকার সর্বোত্তম পন্থা এবং পথনির্দেশনা আল্লাহ্র বাণীতে বিদ্যমান। যে ব্যক্তি এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে অন্য কোথাও হেদায়াত পেতে পারে না। উত্তম শিক্ষা স্বীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য হৃদয়ের পবিত্রতা দাবি করে। যারা এটি থেকে বঞ্চিত তাদেরকে যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখ তাহলে তাদের মাঝে অবশ্যই নোংরামি চোখে পড়বে।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০০)

অতএব এর জন্য হৃদয়ের পবিত্রতা আবশ্যক। নিজেকে খোদার সন্তুষ্টি এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত করা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, জীবনের কোনই ভরসা নেই। তাই নামায, নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতায় উন্নতি কর। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০০) ইবাদতের ক্ষেত্রে উন্নতি কর, সত্যের মানকে উন্নত কর, সকল বিষয়ে স্বচ্ছতা ও সততা সৃষ্টি কর। অনেকেই প্রশ্ন করে যে, নেকী বা পুণ্য কাকে বলে? অনেকেই মনে করে, কেবল বাহ্যিক নামায আর ইবাদতই হলো পুণ্য,অথবা সামান্য নৈতিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করলেই নেকী হয়ে গেল। আর অন্য অনেক মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তারা উদাসীন। এ বিষয়ের প্রতি সুন্দরভাবে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

" উন্নত চরিত্র হলো অন্যান্য পুণ্যের জন্য চাবিকাঠিস্বরূপ। যারা চারিত্রিক সংশোধন করে না তারা ধীরে ধীরে কল্যাণশূন্য হয়ে যায়। (তাদের দ্বারা কোন কল্যাণ বা হিত সাধিত হয় না।) তিনি (আ.) বলেন, আমার বিশ্বাস হলো পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই কাজে লাগে। বিষ আর আবর্জনাও কাজে লাগে এবং ইস্টার্কনিয়াও কাজে লাগে, যা স্নায়ুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু যে মানুষ উত্তম চরিত্র অর্জন করে কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হয় না, (বিষ এবং আবর্জনাও কাজে লাগতে পারে কিন্তু মানুষ যদি উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন না করে এবং মানুষের হিত সাধন না করে) তাহলে সে এমন হয়ে যায় যে, কোন কাজেই লাগে না। (মানুষ তখনই কাজে আসতে পারে যদি তার মাঝে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, সে মৃত পশুর থেকেও অধম হয়ে যায়, কেননা মৃত পশুর হাড় ও চামড়া কাজে লাগে, কিন্তু মানুষের চামড়াও কাজে লাগে না। এখানেই মানুষ 'বালহুম আযাল' (আল-আরাফ: ১৮০) -এর সত্যায়নস্থলে পরিণত হয় (আর নিতান্তই অর্থহীন হয়ে যায়।) তাই স্মরণ রেখো! চারিত্রিক সংশোধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা পুণ্যের জননী হলো চারিত্রিক গুণাবলী।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৬)

চারিত্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হলে অন্যান্য পুণ্য কর্মের তৌফিক লাভ হয়। দৈনন্দিন কাজকর্মে চারিত্রিক আদর্শ কীভাবে প্রকাশ পায় সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন," কিছু মানুষের অভ্যাস হলো ভিখারী দেখলে ক্ষেপে উঠে। (কোন ভিক্ষুক আসলে তাকে দেখে রাগ করে, কোন অভাবী আসলে তাকে দেখে ক্ষুন্ন হয়) আর যদি মৌলভীসুলভ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে তাকে কিছু দেওয়ার পরিবর্তে ভিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়াদি বোঝানো আরম্ভ করে। (তাকে কিছু দেওয়ার পরিবর্তে তাকে জ্ঞান দেওয়া আরম্ভ করে, জ্ঞান ঝাড়া আরম্ভ করে বা ভিক্ষা করার উপকারিতা ও অপকারিতা বর্ণনা আরম্ভ করে।) তিনি (আ.) বলেন, মৌলভীসুলভ প্রতাপ খাটিয়ে অনেক সময় তাকে চরম অলসও বলে বসে। পরিতাপ! এদের মাঝে বিবেকবুদ্ধি নেই আর এরা চিন্তা করার শক্তি রাখে না, যা এক পূত পবিত্র ও সুস্থ প্রকৃতির মানুষ লাভ করে। এটি চিন্তা করে না যে, ভিখারী যদি সুস্থ অবস্থায়ও ভিক্ষা করে তাহলে সে নিজেই পাপ করে। (কোন ভিখারী যদি এমন হয়ে যে, সুস্থ সবল হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষা করেছে তাহলে এর পাপ তার ওপরই বর্তাবে। তোমার কাছে যদি দেওয়ার মত কিছু থাকে তবে তা দিয়ে দাও।) তাকে কিছু দিলে তো তোমার কোন পাপ হবে না। বরং হাদীসে 'লাউ আতাকা রাকেবান' শব্দ এসেছে অর্থাৎ ভিখারী যদি বাহনে বসেও আসে তবুও কিছু দেওয়া উচিত। কুরআন শরীফে 'ওয়া আম্মাস সায়েলা ফালা তানহার'(সূরা আয জোহা: ১১)-এর নির্দেশ রয়েছে।

অর্থাৎ ভিখারীকে ভর্ৎসনা করবে না। তিনি (আ.) বলেন, এখানে এই ব্যাখ্যা করা হয় নি যে, অমুক ধরনের ভিখারীকে ভর্ৎসনা করবে না আর অমুক ধরনের ভিখারীকে করবে। কাজেই স্মরণ রেখো! ভিখারীকে ভর্ৎসনা করো না, কেননা এর দ্বারা এক ধরনের অনৈতিকতার বীজ বপিত হয়। চারিত্রিক সৌন্দর্যের দাবি হলো ভিখারীর উপর চট করে রাগ না করা। এটি শয়তানের বাসনা, এভাবে সে তোমাদেরকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করে পাপের উত্তরাধিকারী বানাতে চায়।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, খুব চিন্তা কর, কেননা এক পুণ্যের ফলে দ্বিতীয় পুণ্যের জন্ম হয়, অনুরূপভাবে এক পাপ দ্বিতীয় পাপের কারণ হয়। যেভাবে একটি জিনিস অন্য জিনিসকে আকর্ষণ করে থাকে। একইভাবে পরস্পরকে আকর্ষণের এই দিকটি আল্লাহ্ তা'লা সকল কাজে অন্তর্নিহিত রেখেছেন। কাজেই ভিখারীর সাথে তোমরা যদি নম্র ব্যবহার কর আর এভাবে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সদকা দিয়ে দাও (অর্থাৎ তুমি যদি ভিখারীর সাথে কোমল আচরণ কর আর এভাবে নৈতিক দিক থেকে দান কর) তাহলে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে আরো পুণ্যের সৌভাগ্য লাভ করবে। অর্থাৎ হৃদয়ে যে প্রতিবন্ধকতা থাকে তা দূর হবে আর এর ফলে অন্য পুণ্য বা নেকী করার তৌফিকও পাবে। এছাড়া তাকে কিছু দানও করবে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৫-৭৬)

এরপর আমাদের সমাজে সচরাচর পিতামাতা সম্পর্কে এই প্রশ্ন করা হয়। পিতামাতা যদি আহমদী না হন বা বিরোধিতা করেন তাহলে তাদের সম্মান তিনি কীভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি (আ.) শেখ আব্দুর রহমান কাদিয়ানী সাহেবকে তার পিতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এই নসীহত করেন যে, তাঁদের জন্য দোয়া কর, সব দিকে থেকে পিতামাতার মন জয় করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। পূর্বের চেয়ে সহস্রগুণ বেশি নিজের উত্তম চরিত্র এবং পবিত্র আদর্শ দেখিয়ে তাদেরকে ইসলামের সত্যতার প্রতি আকৃষ্ট কর। (যেহেতু তারা মুসলমান ছিলেন না তাই তাদের সামনে উত্তম আদর্শ তুলে ধর, যেন তারা ইসলমের সত্যতা মেনে নেন।) চারিত্রিক আদর্শ এমন নিদর্শন যার সামনে অন্যান্য নিদর্শন দাঁড়াতে পারে না। সত্যিকার ইসলামের মানদণ্ড হলো এর ফলে মানুষ উন্নত চারিত্রিক মানদণ্ডে উপনীত হয় আর সে এক অনন্য ব্যক্তি হয়ে যায়। হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা তোমার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন। ইসলাম পিতামাতার সেবা করতে বারণ করে না। এমন জাগতিক কাজকর্ম যার ফলে ধর্মের ক্ষতি হয় না এমন ক্ষেত্রে তাদের পুরোপুরি আনুগত্য করা উচিত। সর্বাত্মকভাবে তাদের সেবা কর।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৫)

তিনি (আ.) একবার বলেন, নৈতিক চরিত্রই মানুষ এবং পশুর মাঝে পার্থক্য করে থাকে। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

প্রধানত চতুষ্পদ জন্তু অবস্থা ও পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি রাখে না। যা-ই সামনে আসে আর যতটাই আসে খেয়ে ফেলে। যেমন কুকুর এতটা খায় যে, শেষ পর্যন্ত বমি করে দেয়। (কী অবস্থা হওয়া উচিত, কীভাবে হওয়া উচিত এবং পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত তাতে জীবজন্তু কোন পার্থক্য করে না। কুকুরের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, এটি জানে না কতটা খেতে হবে। খাওয়া আরম্ভ করলে খেতেই থাকে আর শেষে গিয়ে বমি করে দেয়। এখানে আমরা দেখেছি, কিছু মানুষের অবস্থা এমনই। লালসার অন্ত নেই। আর বৈধ-অবৈধ যে কোন উপায়ে খাবার হোক বা মানুষের সম্পদ হোক তা ভক্ষণের চেষ্টা করে।)

তিনি বলেন, "দ্বিতীয়ত গবাদি পশু হালাল ও হারামের মাঝে কোন তারতম্য করে না। (একদিকে তারা জানে না যে, অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, কীভাবে থাকা উচিত, আধ্যাত্মিকতা কী বলে আর বৈধ উপায়ে খাওয়ার এবং উপার্জনের কতটা অনুমতি তোমাকে দেয়? কেবল এটি হওয়া উচিত নয় যে, নিজের পকেট ও নিজের ভাণ্ডার ভরতে থাকবে, বরং সব কিছুর একটা যৌক্তিক সীমা জানা থাকা চাই। দ্বিতীয় কথা হলো– পশুরা বৈধ ও অবৈধের মাঝে পার্থক্য করে না।) তিনি (আ.) বলেন, যেমন একটি ষাড়ের উদাহরণ। এটি কখনো এ পার্থক্য করে না যে, এটি প্রতিবেশীর ক্ষেত, তাতে যাব না। (ভবঘুরে ষাড় বা পশু, ঘাস চরতে চরতে অন্যের ক্ষেতে প্রবেশ করবে, যদি ক্ষেতে বেড়া দেওয়া না থাকে। কেননা এর পার্থক্য করার শক্তিই নেই।) তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে খাবার খাওয়া সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়াদি সে করে না। যারা নৈতিক নীতিমালা ভঙ্গ করে এবং ভ্রুক্ষেপ করে না, মনে হয় যেন তারা মানুষই নয়। পবিত্র ও অপবিত্রতার অবস্থা এমন যে, আরবে মৃত প্রাণীর মাংসও খেত। (পরে গিয়ে তিনি (আ.) উদাহরণ দিয়েছেন যে, এ যুগেও মানুষ খেয়ে ফেলে।) তিনি আবার বলেন, এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করতে গিয়ে মানুষ কোন দ্বিধা করে না। যেমন এতিমের ঘাস যদি গাভীর সামনে রেখে দেওয়া হয় নির্দ্বিধায় খেয়ে ফেলবে। (অর্থাৎ) গাভীর সামনে যদি ঘাস রাখ তবে তা বৈধ বা অবৈধ যে পন্থাতেই আসুক না কেন গাভী তো খেয়ে ফেলবেই। একইভাবে কিছু মানুষ বৈধ-অবৈধ সকল পন্থায় এতীমদের সম্পদ ভক্ষণ করে।) তিনি (আ.) বলেন, তাদের অবস্থাও এমন এটিই 'ওয়ান্নারু মাসওয়াল লাহুম' (সূরা মুহাম্মদ : ১৩)-এর অর্থ। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (মানুষ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করলে এমন মানুষের ঠিকানা দোযখই হয়।) বস্তুত স্মরণ রেখো! দুটি দিক রয়েছে, একটি হলো ঐশী মাহাত্ম্য। যা এর পরিপন্থী তা নৈতিক গুণাবলীরও পরিপন্থী। আর দ্বিতীয়টি হলো সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি। অতএব যা মানবজাতির পরিপন্থী তা নৈতিক গুণাবলীরও পরিপন্থী। (যে আল্লাহ্‌র অধিকার দেয় না, তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করে না, তাঁর ইবাদত করে না, তাঁর কথা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে না এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে না এমন ব্যক্তির মাঝেও আখলাক বা নৈতিক গুণাবলী নেই। আর যদি মানুষের প্রাপ্য অধিকার না দাও, অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ কর বা ক্ষতি করার চেষ্টা কর অথবা অন্য কোনভাবে মন্দ স্বভাব প্রকাশ কর তবে এটিও আখলাক বা নৈতিক চরিত্র পরিপন্থী কাজ।) তিনি (আ.) বলেন, হায়! খুব স্বল্প মানুষই আছে যারা এই কথাগুলোকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, যা মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৮-৭৯)

আরেকটি পাপ হলো অহংকার যা মানুষকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করে বরং খোদার ক্রোধভাজন করে। তিনি (আ.) বলেন, সূফীরা বলে থাকেন যে, মানুষের মাঝে ঘৃণ্য ও হীন চরিত্রের অনেক জিন রয়েছে। (মন্দ চরিত্রের অনেক জিন মানুষের মাঝে রয়েছে।) এগুলো বের হতে বা দূর হতে আরম্ভ করলে তা হতেই থাকে। কিন্তু সবচেয়ে শেষ জিন অহংকারের জিন হয়ে থাকে, যা তার মাঝে বিরাজ করে। খোদার কৃপা এবং মানুষের সত্যিকার সাধনা, চেষ্টা ও দোয়ার ফলে তা দূর হয়। অনেকেই নিজেকে বিনয়ী মনে করে, (পরম বিনয় প্রদর্শন করে, মনে করে আমরা খুবই বিনয়ী) কিন্তু তাদের মাঝেও কোন না কোন প্রকার অহংকার থাকে। তাই অহংকারের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোও এড়িয়ে চলা উচিত। অনেক সময় ধনসম্পদের কারণে এই অহংকার হৃদয়ে দানা বাঁধে। সম্পদশালী অহংকারী অন্যদেরকে কাঙ্গাল মনে করে আর বলে, কে আছে যে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে? অনেক সময় জাতি বা বংশের গরিমা প্রকাশ পায় আর মনে করে আমি উঁচু বংশের আর সে নিচু বংশের। ..... অনেক সময় জ্ঞানের ফলেও হৃদয়ে অহংকার সৃষ্টি হয়। এক ব্যক্তি ভুল বলার সাথে সাথে সে তার দোষ ধরে আর হইচই করে যে, এই ব্যক্তি তো একটি শব্দও সঠিকভাবে বলতে পারে না। মোটকথা অহংকারের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে আর এসবই মানুষকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করে এবং মানুষের হিত সাধনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এসব কিছুই এড়িয়ে চলা উচিত।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০২)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, যাকেই কোন নৈতিক শক্তি দেওয়া হয়েছে সে বহু পুণ্য করার তৌফিক লাভ করে। চারিত্রিক গুণাবলীকে পরিত্যাগ করাই হলো পাপ ও গুণাহ। চারিত্রিক বা নৈতিক গুণাবলী পরিত্যাগ করলে এটি পাপে পর্যবসিত হবে আর এর ফলে পুণ্যের সামর্থ্য হারিয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ যে ব্যক্তি ব্যভিচার করে সে জানে না, সেই মহিলার স্বামী কতটা মনকষ্ট পায়। (অর্থাৎ কোন বিবাহিত মহিলার সাথে কেউ যদি ব্যভিচার করে) এখন সে যদি এই কষ্ট ও মর্মযাতনা অনুভব করতে পারত আর সে যদি চারিত্রিক গুণের অধিকারী হতো তাহলে সে এমন মন্দ কাজ করত না। এমন দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ যদি জানত যে, তার এই কুকর্মের কারণে মানবজাতির জন্য কত ভয়াবহ সব ফলাফল সামনে আসতে পারে তাহলে সে তা পরিত্যাগ করত। তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি চুরি করে, সেই হতভাগা এতটাও ভাবে না যে, রাতে খাওয়ার (কোন দরিদ্র মানুষের বাড়ি চুরি করে তার জন্য) জন্যও কিছুটা রেখে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, প্রায়ই দেখা গেছে এক দরিদ্র ব্যক্তির বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রম নিমিষেই সে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। তিনি আরো বলেন, এসব অবস্থা সম্পর্কে যদি তার অনুভুতি থাকত এবং নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অন্ধ না হতো তাহলে সে কেনই বা চুরি করত? প্রায়শই পত্রপত্রিকায় বেদনাদায়ক মৃত্যুর সংবাদ আসে যে, অমুক শিশুকে অলংকারের লোভে হত্যা করা হয়েছে, তমুক স্থানে কোন মহিলোকে হত্যা করা হয়েছে। এখন একটু ভেবে দেখ! চারিত্রিক অবস্থা যদি সঠিকই হয় তাহলে এমন সমস্যা কেন সামনে আসবে? হয় তো তার সমগোত্রের মানুষ সমস্যা কবলিত হবে আর সে অনুভব করবে না।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৭)

এখন যদি চরিত্রই না থাকে, চেতনাই না থাকে আর খোদাভীতিও না থাকে তবেই কেবল এ অবস্থা দেখা দেয়। অন্যথায় যদি খোদাভীতি থাকে,

মানুষের মাঝে মানবতা থাকে তাহলে সে কখনোই এমন আচার আচরণ প্রদর্শন করতে পারে না।

স্বীয় জামা'তকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে নিজের চারিত্রিক পরিবর্তন দেখায় অর্থাৎ পূর্বে সে কী ছিল আর এখন কী, সে যেন এক কেরামত বা নিদর্শন দেখায়। প্রতিবেশীর ওপর এর খুবই গভীর প্রভাব পড়ে। আমাদের জামা'তের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় যে, আমরা জানি না কী উন্নতি সাধিত হয়েছে (অর্থাৎ মানুষ আপত্তি করে, আমরা জানি না যে, জামা'তে কী উন্নতি হয়েছে?) এবং অপবাদ আরোপ করে যে, এরাও মিথ্যা, রাগ ও ক্রোধের বদঅভ্যাস রাখে। (অর্থাৎ আমাদের ওপর এ অপবাদও আরোপ করে যে, আমাদের মাঝেও রাগ ও ক্রোধের বদ অভ্যাস আছে আর আমরা মিথ্যাও বলি।) এটি কি তাদের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণ নয় যে, মানুষ ভালো মনে করে এই জামা'তভুক্ত হয়েছিল, যেভাবে এক নেক সন্তান হয়ে থাকে। (এমন মানুষ যারা এমন অপকর্ম করে তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।)তিনি (আ.) বলেন, এক নেক সন্তান পিতার জন্য সুনাম বয়ে আনে। যেহেতু বয়আতকারীও সন্তানের মর্যাদা রাখে, (তাই তোমরা যারা বয়আত করছো, মানুষ যে অপবাদ আরোপ করে যে, এই হয়েছে, সেই হয়েছে সেসব অপবাদ তোমাদের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হওয়া উচিত নয়।) আধ্যাত্মিক পিতা আকাশে বা স্বর্গে নিয়ে যায়। (যেভাবে দৈহিক পিতা পৃথিবীতে নিয়ে আসার এবং বাহ্যিক জীবনের কারণ হয়ে থাকে। একইভাবে আধ্যাত্মিক পিতা আকাশে বা স্বর্গে নিয়ে যায়) আর সেই মূল কেন্দ্রের দিকে পথ প্রদর্শন করে। তিনি (আ.) বলেন, কোন পুত্র কি নিজের পিতার সুনাম হানির কারণ হতে চাইবে? সে পতিতার কাছে যাবে, জুয়া খেলবে, মদ পান করবে বা এমন ঘৃণ্য কাজ করবে যা পিতার জন্য দুর্নাম বয়ে আনবে? আমি জানি, কোন ব্যক্তি এমন নেই যে এই কাজ করা পছন্দ করবে। কিন্তু সেই অযোগ্য সন্তান যদি এমন করে তাহলে মানুষের মুখ বন্ধ হতে পারে না। মানুষ তাকে পিতার প্রতি আরোপ করে বলবে যে, সে অমুক ব্যক্তির পুত্র এবং অমুক অপকর্ম করে। অতএব সেই অযোগ্য ও অথর্ব সন্তান নিজেই পিতার জন্য দুর্নাম বয়ে আনে। একইভাবে কোন ব্যক্তি যখন এক জামা'তে যোগ দেয় আর সেই জামা'তের মাহাত্ম্য ও সম্মানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না এবং এর পরিপন্থী কাজ করে তখন সে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ধৃত হওয়ার যোগ্য হয়। কেননা সে শুধু নিজেকেই ধ্বংস করে না বরং অন্যদের জন্য এক মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তাদেরকে পুণ্য এবং হেদায়াতের পথ থেকে বঞ্চিত করে। (মানুষ যখন খারাপ দৃষ্টান্ত দেখবে তখন তারা জামা'তের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলবে আর কাছে আসবে না, ফলে তারা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে যে বরকত জামা'তভুক্ত হলে লাভ হয়।) অতএব যতটা সম্ভব আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য যাচনা কর, নিজেদের পূর্ণ শক্তি ও সামার্থ্য নিয়োজিত করে নিজেদের দুর্বলতা দুরীভূত করার চেষ্টা কর আর যেখানে ব্যর্থ হবে, সেখানে নিষ্ঠা ও দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে হাত উঠাও। কেননা কাকুতিমিনতির সাথে উঠানো হাত যা নিষ্ঠা ও দৃঢ়বিশ্বাসের প্রেরণায় উত্থিত হয়, তা খালি ফিরে না। আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, আমার সহস্র সহস্র দোয়া গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, এটি একটি নিশ্চিত কথা যে, কোন ব্যক্তি যদি নিজের ভিতর মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির প্রেরণা না রাখে তাহলে সে কৃপণ। অর্থাৎ অন্য মানুষের জন্য যদি সহানুভূতির প্রেরণা না থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি কৃপণ। আমি যদি মঙ্গল ও কল্যাণের একটি পথ দেখি তবে, মানুষকে ডেকে ডেকে অবহিত করা আমার কর্তব্য। কেউ এ অনুসারে আমল করল কিনা এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয় ।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৬)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম না করবে আর দোয়া না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের পর্দা দূরীভূত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (সূরা আর রা'দ: ১২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রকার বিপদাপদ যা জাতির ওপর নিপতিত হয় দূরীভূত করেন না, যতক্ষণ না সেই জাতি তা দূরীভূত করার জন্য চেষ্টা করে, মনোবল দেখায়, বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহলে কীভাবে পরিবর্তন আসবে? এটি খোদার অলঙ্ঘনীয় রীতি, যেভাবে তিনি বলেন وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (সূরা আল আহজাব: ৬৩)। অতএব আমাদের জামা'ত হোক বা যে কেউ হোক না কেন, তারা চারিত্রিক পরিবর্তন তখন সাধন করতে পারবে যখন চেষ্টা সাধনা, সংগ্রাম আর দোয়ার ভিত্তিতে কাজ করে, অন্যথায় এটি সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রসূলের আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণে নিজেদের চরিত্রকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পরিস্থিতিতে উন্নত থেকে উন্নততর করার তৌফিক দান করুন। আমাদের চারিত্রিক মান অর্জিত হোক খোদার সন্তুষ্টির জন্য, জগতকে দেখানোর জন্য নয়। আমাদের হৃদয়ে যেন সৃষ্টির প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। আমরা যেন তাকওয়ার মান উন্নয়নকারী হই। আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি, তাই আমাদের চিন্তা চেতনা যেন সব সময় এটি হয় যে, আমাদের কোন কর্ম যেন ইসলাম, মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) এর দুর্নামের কারণ না হয়, বরং আমরা যেন ইসলামের সুন্দর শিক্ষার প্রসারকারী এবং প্রচারকারী হই আর জগতবাসীকে যেন এর মাধ্যমে আমরা উপকৃত করতে পারি। আর এরচেয়েও বড় বিষয় হলো, আমরা যেন সব সময় আমাদের চারিত্রিক মানকে উন্নত করার চেষ্টা করি আর খোদার দরবারে সেজদাবনত থেকে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তা অর্জনের জন্য সাহায্য যাচনাকারী হই।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা করাচির ডিফেন্স সোসাইটির বাসিন্দা শেখ আব্দুল হামীদ সাহেবের পুত্র শেখ আব্দুল মজিদ সাহেবের। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৮৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার বংশে আহমদীয়াত এসেছে জলন্ধর নিবাসী তার দাদা শেখ নূর আহমদ সাহেবের মাধ্যমে, যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক 'আঞ্জামে আথম'-এর ৩১৩ জন সাহাবীর তালিকায় ২৪২ নম্বরে উল্লেখ করেছেন। (আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা: ৩২৮) ১৯২৯ সনে জলন্ধরে তার জন্ম হয়। কাদিয়ানের তালিমুল ইসলাম কলেজ থেকে এফ.এস.সি পাস করার পর লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তিনি এমএসসি করেন আর কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৯৫১-৫৩ পর্যন্ত এখানে যুক্তরাজ্যের 'সারে' বিশ্ববিদ্যালয়ে মেটালোজিক্যাল ইঞ্জিরিয়ারিং এ পড়ালেখা করেন। এরপর করাচিতে জামা'তী বিভিন্ন কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। সেক্রেটারী জায়েদাদ, প্রেসিডেন্ট ইমদাদ কমিটি, 'হালকা' প্রেসিডেন্ট এবং করাচির নায়েব আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় মজলিস তাহরীকে জাদীদের তিনি সদস্য ছিলেন। সন্তানসন্ততির মাঝে তার এক কন্যা সালমা তারেক রয়েছেন, যিনি তারেক সাজ্জাদ সাহেবের স্ত্রী। তার দুই জন দৌহিত্র আর এক দৈহিত্রী রয়েছে।

তার দৌহিত্র লিখেন- আশৈশব কাদিয়ানের বুযর্গ ও পুণ্যবানদের সাহচর্যে থেকে খোদার সাথে তার এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মেট্রিকে ইংরেজি পরীক্ষা ভাল হয় নি। মসজিদের দিক থেকে রাস্তায় আসছিলেন, এমন সময় হযরত মওলানা শের আলী সাহেবও মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। তার সাথে দেখা হলে মওলানা সাহেব জানতে চান যে, পরীক্ষা কেমন হয়েছে। তিনি বলেন, পরীক্ষা ভাল হয় নি। হযরত মওলানা শের আলী সাহেব সেখানেই হাত উঠিয়ে দোয়া করেন আর তাকে এ শুভসংবাদ দেন যে, আপনি পাশ হয়ে যাবেন। তিনি বলেন, এরপর এই দোয়া এমনভাবে গৃহীত হয়েছে যে, সকল পরীক্ষায় আমি পাশ হতে থাকি। সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে তার দিন অতিবাহিত হয়। এখান থেকে যাওয়ার পর তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন চাকরি করেন। জামা'তী বিরোধিতার কারণে বা কর্মকর্তাদের পারস্পরিক ভ্রান্ত আচরণের ফলে তাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। অবশেষে তিনি ব্যাবসা আরম্ভ করেন। ব্যাবসায় তিনি এই অঙ্গীকার করেন যে, নিজের জীবন নির্বাহের জন্য সামান্য অর্থ রাখব, আর বাকী যা-ই হাতে থাকবে তা জামা'তের জন্য উপস্থাপন করব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সারা জীবন তিনি খোদার সাথে এই যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করেছেন। কারখানা ছিল, তা থেকে যা-ই তার আয় হতো বা লাভ হতো তা জামা'তের জন্য খরচ করতেন। আর সব সময় জামা'তে চাঁদা দেওয়া অব্যাহত রেখেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন এম.টি.এ-এর সূচনা করেন, তখনও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এক কোটি টাকা সেখানে প্রদান করেন। একইভাবে রাশিয়ায় একবার মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরী হলে তিনি চাঁদার আহ্বানের পূর্বেই [আহমদীদের একটা রাশিয়ান প্রতিনিধিদল খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর কাছে এসেছিল, কথা হচ্ছিল] সেই সময়ে কোন তাহরীক করা হয় নি। প্রাইভেট সেক্রেটারী খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে বলেন যে, শেখ সাহেব এত বড় একটা অংক রাশিয়ার মসজিদের জন্য প্রদান করেছেন অথচ কোন তাহরীকও করা হয় নি। এতে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পরম সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। একইভাবে সেখানকার মুরব্বী সাহেব লিখেন যে, ২০১০ সনের ২৮ মে তারিখেও যখন লাহোরের দারুয যিকর এবং মডেল টাউনের ঘটনা ঘটে, সে দিন সন্ধ্যায় অফিসে গিয়ে দেখি যে, সেখানকার সেক্রেটারী মাল রশিদ কাটছিলেন, আমি দেখলাম যে, একের পর এক শূন্য বসিয়ে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ভুলবশত করছেন না তো? তিনি বলেন যে, না, এখনই শেখ সাহেব সৈয়্যদনা বেলাল ফান্ডের জন্য এক কোটি রুপি দিয়ে গেছেন। অনুরূপভাবে কুরআন প্রচারের জন্যও

জুমআর খুতবা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবাগণের কুরবানী, তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাদের উপর আল্লাহ্‌র পুরস্কাররাজির বর্ণনা

এসব সাহাবারা প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে সর্বোতভাবে মুক্ত ছিলেন। স্বচ্ছ হৃদয়ে এবং বিশুদ্ধচিত্তে শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। যখন এরূপ অবস্থা হয়, তখন খোদা তা'লাও প্রভূত দানে ভূষিত করেন এবং অশেষ দানে সম্মানিত করেন। সাহাবীদের জীবনে আমরা এমন অজস্র দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণের আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক ও ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টির কারণে মহান ত্যাগস্বীকারের ঈমান উদ্দীপক দৃষ্টান্ত।

তাঁর (সা.) পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি এমন এক প্রেরণা সঞ্চার করেছিল যে, যাওয়ার কালেও অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ও তাঁরা এটি বলতেন, যেমনটি আমরা শুনেছি, কাবার প্রভুর কসম, আমরা সফল হয়েছি, আমরা খোদাকে পেয়েছি। তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, অন্যায়ের প্রসারকারী ছিলেন না।

যে কোন সাহাবীর জীবনীকে নিন, তাঁরা নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা আর আল্লাহ্‌র খাতিরে জীবনের আহুতি উপস্থাপনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসার যে রীতি ছিল আর তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে খোদার সাথে এসব সাহাবার সঙ্গে যে সম্পর্কবন্ধন রচিত হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লাও যে এই সাহাবাদেরকে অনেক সময় সরাসরি অনুগ্রহে ধন্য করতেন বা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ধন্য করতেন- এর উল্লেখও সাহাবাদের মর্যাদাকে তুলে ধরে।

তাদের ভিতর থেকে জগতের প্রতি মোহ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায় এবং তাঁরা খোদাকে দেখা আরম্ভ করেন। তাঁরা পরম উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে খোদার পথে এমনভাবে নিবেদিত ছিলেন যে, তাঁদের প্রত্যেকেই যেন ইব্রাহিম ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে সাহাবীদের মর্যাদা অনুধাবন করে তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণে নিজেদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মানকেও উন্নত করার তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৯ই মার্চ, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৯আমান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের ত্যাগ ও কুরবানী এবং তাঁদের মর্যাদা আর তাঁদের প্রতি খোদার নেয়ামতরাজি ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ্ তা'লার পথে উৎসর্গ করেন আর তিনি নিজে কম্বল পরিধান করেন। কিন্তু খোদা তা'লা এর প্রতিদানস্বরূপ তাঁকে কী দিয়েছেন? তাঁকে পুরো আরবের বাদশাহ করেছেন, তাঁর হাতে ইসলামকে নতুনভাবে জীবিত করেছেন এবং মুরতাদ আরবকে পুনরায় জয় করেছেন আর সেসব কিছু দিয়েছেন যা সম্পর্কে কেউ ভাবতেও পারত না। বস্তুত তাঁদের সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও মানবতা সকল মুসলমানের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। সাহাবীদের জীবন এমন ছিল যে, নবীকুলের মাঝে অন্য কোন নবীর জীবনে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।.... তিনি (আ.) বলেন, আসল কথা হলো মানুষ যতক্ষণ নিজের কামনা বাসনা এবং স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত না হয়, সে কিছুই অর্জন করতে পারে না বরং সে নিজেরই ক্ষতি করে। কিন্তু সে যখন প্রবৃত্তির সকল কামনা বাসনা ও স্বার্থ থেকে পৃথক হয়ে রিক্ত হস্তে ও স্বচ্ছ হৃদয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে যায় তখন খোদা তা'লা তাকে দান করেন এবং স্নেহের সাথে তার হাত ধরেন অর্থাৎ তার সাহায্য করেন। কিন্তু শর্ত হলো মানুষ যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আর তাঁর পথে লাঞ্ছনা ও মৃত্যুকে সাদরে বরণকারী হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! এ পৃথিবী নশ্বর। (কেউ এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না) কিন্তু এ পৃথিবীকেও সে-ই উপভোগ করে, যে একে খোদার খাতিরে ত্যাগ করে। এ কারণেই যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় খোদা তা'লা এ পৃথিবীতেই তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন। এটি সেই গ্রহণযোগ্যতা, যার জন্য জগৎ-পূজারী মানুষ হাজারো চেষ্টা করে যেন কোনভাবে কোন উপাধি লাভ হয়ে যায় বা কোন সম্মানজনক স্থান অথবা রাজদরবারে স্থান লাভ হয় আর পদাধিকারীদের মাঝে তার নাম লেখা হয়। বস্তুত সকল জাগতিক সম্মান তাকেই দেওয়া হয় আর প্রত্যেক হৃদয়ে তারই মাহাত্ম্য ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়, যে আল্লাহ্‌র জন্য সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে এবং বিসর্জন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, আর শুধু প্রস্তুতই হয় না বরং পরিত্যাগ করে। সারকথা হলো, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে যারা হারায় তাদেরকে সব কিছু দেওয়া হয়।

এক বৈঠকে বসে এই কথাগুলো তিনি বলছিলেন। অন্যত্র আরেক রেওয়ায়েতে একথারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি (আ.) বলেন- "জাগতিক সরকারের স্বার্থে যে ব্যক্তি সামান্য ত্যাগও স্বীকার করে সে এর প্রতিদান পায়। (এ পৃথিবীতে তোমরা যদি কিছু দাও বা তাদের জন্য কিছু কর তবে তোমরা প্রতিদান পাও।) তিনি (আ.) বলেন, তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য কিছু হারায় সে কি তার প্রতিদান বা পুরস্কার পাবে না? পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহর পথে যতটা ব্যয় করে তার কয়েকগুণ বেশি পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত তারা মরে না। আল্লাহ্ কারো কাছে ঋণী থাকেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো একথাগুলো মান্য করার মত এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত মানুষের সংখ্যা খুবই কম।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩৯৮-৩৯৯)

এই সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শনকারী মানুষের আদর্শ বা দৃষ্টান্ত এত অপরূপ মহিমায় আমাদের চোখে পড়ে যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি কেবল তাদের ভালোবাসার অভিমুখকেই পাল্টে দেয় নি। পূর্বে তাদের ভালোবাসা এক দিকে ছিল পরে তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ দুনিয়া থেকে খোদামুখী করে দিয়েছেন। বরং তাদের ভালোবাসার মানকে সেই শিখরে উত্তীর্ণ করেছেন, পূর্বে যার দৃষ্টান্ত জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কত সুন্দরভাবে এই উন্নতি ও উচ্চতার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন দেখুন। তিনি (আ.) বলেন-

"তাঁদের ভালোবাসার এই মান ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী নবীদের জীবনেও খুঁজে পাওয়া যায় না। আর পূর্ববর্তী নবীদের মান্যকারীদের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা হলো, তাদের অবস্থা সাহাবীদের তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। এসব সাহাবী প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে সর্বোতভাবে মুক্ত ছিলেন। স্বচ্ছ হৃদয়ে এবং বিশুদ্ধচিত্তে শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে তাঁরা নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। যখন এরূপ অবস্থা হয়, তখন খোদা তা'লাও প্রভূত দানে ভূষিত করেন এবং অশেষ দানে সম্মানিত করেন। সাহাবীদের জীবনে আমরা এমন অজস্র দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এখন কয়েকজন

সাহাবীর উদাহরণ তুলে ধরব (যা থেকে বুঝা যাবে যে,) কীভাবে তাঁরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে খোদা তা'লার ইচ্ছার অধীনস্ত করেছিলেন আর কত মহান আদর্শ তাঁরা প্রদর্শন করেছেন।

হযরত এবাদ বিন বাশার একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। পূর্ণ যৌবনে প্রায় ৩৫ বছর বয়সে তিনি শাহাদত বরণ করেন। (আসাদুল গাবা, ফি মারেফাতেস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬) তাঁর ইবাদত এবং কুরআন তিলাওয়াত –সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক রাতে রসূলে করীম (সা.) তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হন। তখন মসজিদ থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসছিল। মহানবী (সা.) অনেক আগেই তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতেন। তিনি (সা.) বলেন, এ আওয়াজ কি এবাদের? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করলাম তাঁর আওয়াজই মনে হচ্ছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) তাঁর জন্য এ দোয়া করেনযে, 'হে আল্লাহ্! এবাদের প্রতি কৃপা কর।' (সহী বুখারী, কিতাবুশ শাহাদত, বাব শাহাদাতুল আমা) তাঁরা কত সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন, যারা নিজেদের রাত ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াতে অতিবাহিত করে সরাসরি মহানবী (সা.)-এর দোয়া লাভ করতেন। খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তাঁর কৃপাভাজন হওয়ার জন্য রাত জেগে থেকে তারা তাঁকে ডাকতেন।

হযরত এবাদ নিজের এক স্বপ্নের ভিত্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন যে, তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, হযরত এবাদ একবার আমাকে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেছে আর তাতে আমি প্রবেশ করেছি আর এরপর পুনরায় তা জুড়ে গিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। এ স্বপ্নে র ভিত্তিতে তিনি বলতেন যে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শাহাদাতের পদমর্যাদা দান করবেন। তাঁর এই স্বপ্ন ইয়ামামার যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করে আর পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু যেসব শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর সাথী যোদ্ধারা জয়যুক্ত হন, যাদের সকলেই আনসার ছিলেন । তিনি শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু মুসলমানরা শত্রুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়। হযরত আবু সাঈদ বলেন, যুদ্ধের পর তরবারির আঘাতের কারণে তাঁর চেহারা ঠিকভাবে চেনা যাচ্ছিল না। তাঁর দেহ সনাক্ত হয়েছে তাঁর শরীরের একটি চিহ্ন দেখে।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লে ইবনে সাআদ)

ইতিহাস আমাদেরকে আরেক সাহাবী সম্পর্কে অবহিত করে, যার নাম হারাম বিন মালহান। এই যুবক অন্যান্য যুবক ও সাধারণ মানুষকে কুরআন শেখানো এবং গরীব ও আসহাবে সুফফার সেবায় অগ্রগামী থাকত। বনি আমের–এর এক প্রতিনিধি দল যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করে যে, আমাদের গোত্রে তবলীগ করার জন্য কিছু লোক পাঠান, যেন আমরাও ইসলাম সম্পর্কে অবগত হতে পারি আর আমাদের গোত্রের মানুষেরাও ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। তখনও তাদের কুমতলব বা দুরভিসন্ধি ছিল, কিন্তু যাহোক তারা এ আবেদন করে। এরা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না, তাই মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের পক্ষ থেকে আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি যাকে পাঠাব তোমাদের গোত্রের মানুষ তার ক্ষতি করতে পারে। তখন তাদের সর্দার, যে তখনও মুসলমান হয় নি, বলে উঠল- আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। কোন কিছু হলে আমি দায়ী হব আর তারা সবাই আমার নিরাপত্তায় থাকবে। তখন রসূলে করীম (সা.) হারাম বিন মালহানকে আমীর নিযুক্ত করে বনী আমেরের কাছে একটা প্রতিনিধি দল পাঠান। এই প্রতিনিধি দল সেখানে পৌঁছালে হযরত হারাম বিন মালহানের সন্দেহ হয় যে, কোন দুরভিসন্ধি আছে। তাদের গতিবিধি সঠিক মনে হচ্ছিল না। দূর থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, তাদের কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। তিনি তার সঙ্গীদের বলেন যে, সাবধানতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। সবার একত্রে যাওয়া উচিত নয়, কেননা সবাইকে যদি এরা ঘিরে ফেলে তাহলে একই সময়ে ক্ষতি করতে পারে। তাই তোমরা সবাই এখানেই অবস্থান কর, আমি এবং অন্য এক সাথি যাচ্ছি। যদি আমাদের সাথে তারা সঠিক ব্যবহার করে তাহলে তোমরাও এসে যেও, আর যদি তারা আমাদের ক্ষতি করে তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, নাকি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা সেখানেই অবস্থান করবে, পরিস্থিতি অনুসারে তার সিদ্ধান্ত নিবে। হযরত হারাম বিন মালহান এবং তার সাথি তাদের কাছে গেলে বনী আমেরের সর্দার এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে, আর সে পিছন দিক থেকে হারাম বিন মালহানের ওপর বর্শার আঘাত করে। তার ঘাড় থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। তিনি সেই রক্ত নিজের হাতে নেন এবং বলেন, কাবা শরীফের প্রভুর কসম! আমি সফল হয়ে গেছি। কাবার প্রভুর কসম, আমি সাফল্য পেয়েছি। এরপর তার অন্য সাথিকেও শহীদ করা হয়। আর এরপর রীতিমত আক্রমণ করে বাকি যে ৭০জন ছিলেন, দু'একজন ব্যতিত সবাইকে শহীদ করা হয়।

নিষ্ঠুরভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে যখন শহীদ করা হচ্ছিল তখন তারা দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! আমাদের এই ত্যাগ তুমি গ্রহণ কর আর আমাদের এই অবস্থা সম্পর্কে মহানবী (সা.) কে তুমি অবহিত কর, কেননা এখান থেকে সংবাদ পাঠানোর কোন উপায় নেই। মহানবী (সা.)-কে হযরত জিবরাঈল (আ.) সাহাবীদের সালাম পৌঁছে দেন আর সেখানকার পরিস্থিতি এবং শাহাদত সম্পর্কে অবহিত করেন যে, তাদের সবাইকে শহীদ করা হয়েছে। আমি যেমনটি বলেছি, তারা ৭০জন ছিলেন। আর এই শাহাদতের ফলে তিনি (সা.) গভীরভাবে মর্মাহত হন। তিনি ৩০ দিন পর্যন্ত সেসব গোত্রের বিরুদ্ধে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তাদের মাঝে যারা এই অন্যায় করেছে তুমি স্বয়ং তাদেরকে পাকড়াও কর। মহানবী (সা.) এইসব শাহাদতকে সুমহান শাহাদত আখ্যায়িত করেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, গাযওয়াতুল রাজি) (সহী মসুলিম, কিতাবুল আমারাহ) (তারিখুল খামিস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪২) (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই প্রেম, ভালোবাসা এবং ধর্মের খাতিরে মহান এই ত্যাগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন- "ভালোবাসা এমন এক জিনিস যা সব কিছু করতে বাধ্য করে। এক ব্যক্তি, যে কাউকে ভালোবাসে, সে প্রেমাস্পদের জন্য হেন কর্ম নেই যা করে না। এরপর তিনি (আ.) দুনিয়াদার লোকদের একটি দৃষ্টান্ত দেন যে, এক মহিলা কারো প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে যায়। তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসা হতো এবং বিভিন্ন প্র কার কষ্ট দেওয়া হতো। সে প্রহৃত হত কিন্তু বলত যে, আমি এতে স্বাদ বা আনন্দ পাই। যেখানে অলীক প্রেম ও ভালোবাসা, পাপাচার ও কদাচারে পর্যবসিত প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্যা ও বিপদাপদ সহ্য করার মধ্যে এক প্রকার আনন্দ নিহিত থাকে, সেখানে একটু ভেবে দেখ, যে ব্যক্তি খোদার প্রেমে পাগল এবং ঐশী আস্তানায় নিবেদিত হওয়ার বাসনা রাখে, সে সমস্যা ও বিপদাপদের সময় কতটা আনন্দ পেতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিমের অবস্থা দেখ, মক্কায় হেন কোন কষ্ট নেই, যার তারা সম্মুখীন হন নি। তাদের কতক ধরা পড়েছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও কষ্টে তারা ক্লিষ্ট হয়েছেন। পুরুষের কথা বাদই দিলাম, কতক মুসলমান নারীর সাথে এরূপ নির্মমতা করা হয়েছে যে, তার ধারণা করলেও শরীর কেঁপে উঠে। তারা যদি মক্কাবাসীদের সাথে মিলিত হতো বা আপোস করত তাহলে তারা বাহ্যত তাদের খুব সম্মান করত, কেননা তারা তো তাদের আত্মীয়ই ছিল। কিন্তু সেই বিষয়টি কী ছিল যা তাদেরকে সমস্যা এবং বিপদাপদের তুফানের মুখেও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। তা সেই আনন্দ এবং স্বাদের প্রস্রবণই ছিল যা সত্যের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাদের বক্ষ থেকে প্রস্ফুটিত হত।

পুনরায় এই ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তার হাত কেটে ফেলা হয়, তিনি বলেন, আমি অযু করছি। অবশেষে লিখা আছে, তার শিরোচ্ছেদ করার সময় তিনি বলেন, আমি সেজদা করছি এবং এটি বলে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন আর তখন তিনি এ দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! মহানবী (সা.) কে তুমি অবহিত কর। রসূলে করীম (সা.) তখন মদিনাতে ছিলেন। জিবরাঈল (আ.) গিয়ে তাঁকে আসসালামু আলাইকুম বলেন। তিনি (সা.) ওয়ালাইকুমুসসালাম বলেন আর এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি (আ.) বলেন, বস্তুত সেই স্বাদ ও আনন্দ লাভ হওয়ার পর, যা আল্লাহ্র সত্তায় নিহিত, মানুষ এক কীটের মত পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণকেও সাদরে বরণ করে। (যেভাবে সেই সাহাবী বলেছিলেন যে, আমি কাবার প্রভুকে পেয়েছি, প্রেমের যে পরম মার্গ ছিল, সে পর্যায়ে আমি পৌঁছে গেছি।) তিনি বলেন, কঠিন থেকে কঠিন কষ্ট সহ্য করাও মু'মিনের জন্য সহজ মনে হয়। সত্য বলতে মু'মিনের পরিচয়ই হল, সে নিহত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, খ্রিষ্টান হয়ে যাও নয়তো তোমাকে হত্যা করা হবে, তখন দেখা উচিত যে, তার ভেতর থেকে কী আওয়াজ উদ্ভূত হয়! সে কি মৃত্যুর জন্য মাথা পেতে দিচ্ছে, নাকি খ্রিষ্টান হওয়াকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। সে যদি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে সে সত্যিকার মু'মিন নতুবা সে কাফের। এক কথায় সেসব সমস্যা যা মু'মিনদের ওপর আপতিত হয় তাতে অভ্যন্তরীণভাবে এক স্বাদ ও আনন্দ থাকে। একটু চিন্তা করে দেখ, এসব সমস্যা যদি উপভোগ্য না হতো তাহলে নবীগণ (আ.) বিপদাপদ বা কষ্টের দীর্ঘ সময় কীভাবে সহ্য করতেন।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮-৩০৯)

এখানে সাহাবীদের যে উদাহরণ রয়েছে সেখানে তাঁর (সা.) পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি এমন এক প্রেরণা সঞ্চার করেছিল যে, যাওয়ার কালেও অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ও তারা এটি বলতেন, যেমনটি আমরা শুনেছি, কাবার প্রভুর

কসম, আমরা সফল হয়েছি, আমরা খোদাকে পেয়েছি। কিন্তু এরা সেই শ্রেণির মানুষ ছিলেন যারা পুণ্যকর্ম করতেন, তাদের ওপর নির্যাতন করা হলে সেই অত্যাচার সহ্য করতে গিয়ে তারা ত্যাগ স্বীকার করতেন, তারা নিজেরা অত্যচারী হয়ে উঠতেন না যেমনটি বর্তমান যুগের কতক গোষ্ঠি আরম্ভ করেছে। এরা আবার বলে যে, আমরা শহীদ হয়ে গেছি বা শহীদ হয়ে গেলে জান্নাতে চলে যাব। সে সব সাহাবী এমন মানুষ ছিলেন না। তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, অন্যায়ের প্রসারকারী ছিলেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি তাঁর ছেলেকে বলেন, সর্ব প্রথম আমি শাহাদত বরণ করব। হয়ত তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অবহিত করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার মৃত্যুর পর তুমি তোমার বোনদের দেখাশোনা করবে। তাঁর কন্যা ছিলেন বেশ কয়েক জন। আর এক ইহুদীর কাছ থেকে আমি ঋণ নিয়েছি। আমার খেজুরের বাগানের ফসল ঘরে এলে তা দিয়ে তুমি সেই ঋণ পরিশোধ করবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয) (উমদাতুল কারী, শারাহ বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৪, হাদীস-১৩৫১, কিতাবুল জানায়েয)

এই হলো, খোদার প্রতি ভালোবাসা, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং অধিকার প্রদানের মান। যুদ্ধে যাচ্ছেন জীবনের কোন পরোয়া নেই, কোন চিন্তা নেই বরং এ জন্য আনন্দিত যে, আমি সর্বপ্রথম শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য পেতে যাচ্ছি বা পাব। এই ভয় নেই যে, আমার যুবতী কন্যারা রয়েছে, তাদের দায়িত্বও পালন করতে হবে। এ সব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রথমে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করেন, এরপর ছেলেকে নসীহত করেন যে, এখন তুমি ঘরের অভিভাবক হয়ে এসব দায়িত্ব পালন করবে এবং বোনদের দেখাশোনা করবে। আর ঋণ পরিশোধেরও চিন্তাও রয়েছে। ইহুদীর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি, তার জন্যও তোমাকে বলছি না যে, তুমি নিজে সেই ঋণ পরিশোধ কর। বরং ইনশাআল্লাহ্ বাগানের আয় থেকেই ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে, তোমার ওপর কোন বোঝা চাপাচ্ছি না। হ্যাঁ, এক আবশ্যকীয় দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করছি, একটি ইসলামী নির্দেশ সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করছি যে, অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করতে হবে আর ঋণ পরিশোধ করার পরই তুমি আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পার। প্রথম নির্দেশ হলো ঋণ পরিশোধ কর।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌র শাহাদত এবং কুরবানীকেও আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে ফলপ্রদ করেছেন, এর উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, আব্দুল্লাহ্‌র পুত্রকে উদাস ও মর্মাহত দেখে মহানবী (সা.) সমবেদনা প্রকাশের পর বলেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা বলছি যা তোমাকে আনন্দিত করবে। তিনি (সা.) বলেন, শাহাদতের পর আল্লাহ্ তা'লা তোমার পিতাকে নিজের সামনে বসিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমার যা কিছু বাসনা আছে তা আমার কাছে ব্যক্ত কর, আমি তোমার সে বাসনা পূর্ণ করব। হযরত আব্দুল্লাহ স্বীয় প্রভুর সামনে নিবেদন করেন, হে আমার খোদা! আমি তো দাসত্বের দায়িত্বই পালন করি নি, কোন মুখে তোমার কাছে কোন বাসনা ব্যক্ত করব? ইবাদতের উন্নত মান ছিল, ত্যাগের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তারপরও বলেন, আমি তোমার দাসত্বের দায়িত্ব তো পালন করি নি। তোমার দয়া ও কৃপাবশত যা দিবে তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট। এরপর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমার বাসনার কথা জিজ্ঞেসই কর, তাহলে আমার বাসনা কেবল এটিই যে, আমাকে তুমি পুনরায় পৃথিবীতে ফেরত পাঠাও যেন তোমার নবীর সাথি হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি এবং পুনরায় শহীদ হয়ে আসি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এই অমোঘ সিদ্ধান্ত করে রেখেছি যে, যাকে একবার মৃত্যু দিই তাকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হয় না। (মাজমায়েয যোয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৯) তাই এই বাসনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শহীদের যে মর্যাদা তা তো লাভ হবেই, ইনশাআল্লাহ্।

অনুরূপভাবে আরেক জন সাহাবী হলেন হযরত আমর বিন জমুহ্। তাঁর কুরবানীর স্পৃহা এবং শাহাদতের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, পায়ের কষ্টের কারণে তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। অনেক কষ্ট ছিল, তার সন্তানেরা পঙ্গুত্বের কারণে তাকে বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে দেয় নি। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের সময় শত্রুরা যখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণের জন্য সমবেত হয় তখন তিনি তাঁর ছেলেদেরকে বলেন, এখন তোমরা যা ইচ্ছা কর, আমি এখন আর তোমাদের কথা মানব না, আর এই যুদ্ধে আমি অবশ্যই যোগ দিব। অতএব তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, আমার সন্তানেরা আমার পায়ের কষ্টের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণে আমাকে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু আমি আপনার সাথে এই জিহাদে অংশ নিতে চাই। আর নিবেদন করেন যে, খোদার কসম, আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'লা আমার আন্তরিক বাসনা পূর্ণ করবেন এবং আমাকে শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন আর আমি আমার খোঁড়া পায়ের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করব। মহানবী (সা.) বলেন, পঙ্গুত্বের কারণে তোমার জন্য জিহাদ করা যদিও আবশ্যক নয় কিন্তু তুমি যদি এই বাসনাই রেখে থাক তাহলে যুদ্ধে যোগ দিতে পার আর ছেলেদেরও বলেন যে, তোমাদের পিতাকে যুদ্ধে যোগ দিতে দাও। অতএব হযরত আমর যুদ্ধে যোগ দেন আর তিনি এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! আমাকে শাহাদতের মর্যাদা দান কর আর আমাকে ব্যর্থ ও বিফল করে নিজ বাড়িতে ফেরত পাঠিও না। পরবর্তীতে বাস্তবেই তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হয় আর তিনি ওহুদের প্রান্তরে শহীদ হন।

(আসাদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৮৮-৬৮৯)

অতএব তারা ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন, দৃঢ়বিশ্বাসেও অগ্রগামী ছিলেন। যে কোন সাহাবীর জীবনীকে নিন, তাঁরা নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা আর আল্লাহ্‌র খাতিরে জীবনের আহুতি উপস্থাপনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

হযরত আবু তালহা একজন আনসার সাহাবী ছিলেন। তিরন্দাজিতে তাঁর খ্যাতি ছিল। বদরের যুদ্ধে তিরন্দাজিতে তিনি অসাধরণ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, বাব মুনাকিব আবু তালহা) মহানবী (সা.) বলতেন যে, আবু তালহার সামনে তীর রেখে দাও কেননা তিনি খুব দ্রুত তীর ছুড়তেন আর তার তির সঠিক লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানত। ওহুদের প্রান্তরে তিনিও মহানবী (সা.)-এর সামনে ঢাল হিসেবে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন। হযরত তালহা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের সামনে নিজের হাত দিয়ে রেখেছিলেন। আবু তালহা আনসার সাহাবী ছিলেন। তিনিও মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকেব) যুদ্ধের সময় নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধচিত্তে সবচেয়ে ভয়াবহ স্থানে দণ্ডায়মান হওয়াকে তিনি প্রাধান্য দিতেন যেন সেই সমস্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে পারেন যারা ইসলামকে নির্মূল করতে চায়, যেন পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আমি যেমনটি বলেছি, অত্যাচারের উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধ করেন নি বরং শত্রু যখন আক্রমণ করেছে তখন তারা ভীরুতা প্রদর্শন করেন নি বরং বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের সকল শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খোদার পক্ষ থেকে যে সংবাদ আসে তা অবশ্যই পূর্ণ হয়। বাহ্যিক উপকরণ কী জিনিস? তা কিছুই নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার পথে বের হলে 'মুরাগামান কাসিরা' (সূরা নিসা, আয়াত: ১০১) পাবে। বিশুদ্ধ নিয়্যতে যে বের হয় আল্লাহ্ তার সাথে থাকেন, বরং মানুষ যদি অসুস্থ হয় তাহলে তার অসুস্থতা দূর হয়ে যায়। তিনি বলেন, সাহাবীদের দৃষ্টান্ত দেখ! বস্তুত সাহাবীদের জীবনাদর্শ এমন, যা সমগ্র নবীকূলের দৃষ্টান্ত তুল্য। আল্লাহ্ তা'লা কেবল আমল পছন্দ করেন। তারা মেষপালের মত নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আর তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেন নবুয়্যতের এক প্রাসাদ আদম (আ.) এর সময় থেকে চলে আসছে। (যেন নবুয়্যতের এক আকৃতি, এক মাহাত্ম্য এবং এক অবয়ব হিসেবে যার উল্লেখ করা হয়, যা আমাদের ধর্মের ইতিহাসে হযরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকে চলে আসছে) কিন্তু সাহাবীরা তা সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। (শুধু এর জ্ঞানগত মর্যাদার উল্লেখ করেন নি বরং নিজেদের কর্মের মাধ্যমে তা আলোকোজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন) এবং বুঝিয়েছেন যে, এর নাম নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা। তিনি (আ.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা তো জিজ্ঞেসই করো না। মূসা (আ.) কে কেউ বিক্রি না করলেও ঈসা (আ.)-এর শিষ্যরা তাকে ৩০ রুপির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) সত্যতা সম্পর্কে হাওয়ারীদের সন্দেহ ছিল, সে কারণেই তারা খাদ্যের দাবি করে এবং বলে, وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا (সূরা আল মায়েদা : ১১৪) অর্থাৎ যেন তোমার সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণ হয়ে যায়। এটি থেকে বুঝা যায় যে, খাদ্য অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাদের অবস্থা وَنَعْلَمَ পর্যায়ের ছিল না। এরপর তারা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম যে কষ্টকর জীবন যাপন করেছেন তার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি (আ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের জামা'ত কত বিস্ময়কর জামা'ত ছিল! তাঁরা একান্ত সম্মানিত এবং অনুকরণীয় জামা'ত ছিল। তাদের হৃদয় দৃঢ়বিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। বিশ্বাস সৃষ্টি হলে ধীরে ধীরে প্রথমে ধনসম্পদ বিসর্জন দিতে মন চায় আর এ বিশ্বাস যখন বৃদ্ধি পায় তখন বিশ্বাসী ব্যক্তি খোদার খাতিরে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২)

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে তাদের এই দৃঢ়বিশ্বাসও নিরন্তরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ সব সাহাবীর দৈনন্দিন বিষয়াদিও রসূল প্রেমের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। তাঁরা ভালোবাসা প্রকাশের জন্য সুযোগের সন্ধানে থাকতেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সব সময়, সাধারণ দিনগুলোতেও মহানবী (সা.)-এর প্র তি ভালোবাসা প্রকাশের সুযোগ সন্ধান করতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার তিনি তার পুত্র হযরত জাবেরের হাতে ঘরে রান্না করা কোন মিষ্টি খাবার রসূলে করীম (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। ফিরে আসার পর ছেলেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কিছু বলেছেন কী? ছেলে বলেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, জাবের! মাংস এনেছো? এ কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন, আমার মনিবের মাংস খাওয়ার বাসনা হয়েছে? তখনই তিনি ঘরের একটি ছাগল জবাই করেন এবং মাংস কষে মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। এর ফলে রসূলে করীম (সা.) তাঁর পরিবারকেও দোয়ায় ধন্য করেন।

(আল জামে লি শোয়বিল ঈমান, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬২-৬৩)

প্রথম দিকে নিকটাত্মীয়দেরও তবলীগ করতে সাহাবীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। কোন ক্ষেত্রে পুত্র মুসলমান হল, কিন্তু পিতা মুসলমান হল না, সেখানে সমস্যা দেখা দিত। আবার কোন ক্ষেত্রে কোন দুর্বল পুরুষ বা নারী মুসলমান হলে অন্যান্য আত্মীয়রা কষ্ট দিত বা ঘৃণা প্রকাশ করত। হযরত আমর বিন জমুহ্‌র পূর্বে তার পুত্র বয়আত করেছিলেন। পিতা ছিলেন মুশরেক। পিতা চাইতেন না ছেলে এই পথ অবলম্বন করুক। পিতাকে তবলীগ করার অন্য কোন রাস্তা না পেয়ে পিতার সেই মূর্তি, যা ঘরে সযত্নে রাখা হয়েছিল, রাত্রিবেলায় সেটিকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেন। আমর বিন জমুহ্ সন্ধান করে সেটি পুনরায় ঘরে নিয়ে আসেন আর চরম ক্রোধের সাথে বলেন যে, আমার প্রতিমার সাথে কে এই ব্যবহার করেছে তা যদি আমি জানতে পারি তাহলে আমি তাকে শিক্ষনীয় শাস্তি দিব। পরের দিন পুত্র তার পিতার প্রতিমার সাথে পুনরায় একই ব্যবহার করে আর সেই মূর্তিকে কোন গর্তে পাওয়া যায়। অবশেষে একদিন আমর সেই প্রতিমাকে ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে তার সাথে নিজের তরবারিও রেখে দেন আর সেই প্রতিমাকে বলেন- 'আমি জানি না, তোমার সাথে কে এই ব্যবহার করছে, কিন্তু এখন আমি তরবারিও তোমার সাথে রেখে যাচ্ছি, এখন নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা তুমি নিজেই করো।' পরের দিনওতিনি দেখেন যে, প্রতিমা উধাও হয়ে গেছে। সন্ধানের পর এক আবর্জনার স্তূপে এক মৃত কুকুরের গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় তা পাওয়া যায়। আমর এটি দেখে চিন্তিত হন যে, এই মূর্তি বা প্রতিমা যাকে আমি খোদা বানিয়ে রেখেছি, তরবারি থাকা সত্ত্বেও যার আত্মরক্ষা করার শক্তি নেই, সে আমার সুরক্ষার বিধান কীভাবে করতে পারে? সুতরাং প্রতিমাকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, তুমি যদি সত্যিকার খোদা হতে তাহলে এভাবে কুকুরের গলায় বাঁধা থাকতে না। অত এব আমি সুমহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি জীবিকা দাতা এবং ন্যায় বিচারক। কথিত আছে যে, আমর বিন জমুহ্ই ছিলেন আনসারদের মাঝে সর্বশেষে ইসলাম গ্রহণকারী।

(আসাদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৮৮)

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসার যে রীতি ছিল আর তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে খোদার সাথে এসব সাহাবীর যে সম্পর্কবন্ধন রচিত হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লাও যে এই সাহাবীদেরকে অনেক সময় সরাসরি অনুগ্রহে ধন্য করতেন বা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ধন্য করতেন- এর উল্লেখও সাহাবীদের মর্যাদাকে তুলে ধরে।

হযরত উবাই বিন কাব (রা.) খোদার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদায় উপনীত ছিলেন। বুখারীতেও এই রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রসূলে করীম (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শোনাই। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীকে বলছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন যে, আমি যেন তোমাকে কুরআন পড়ে শোনাই। হযরত উবাই বিন কাব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কি আমার নাম নিয়ে এটি বলেছেন! সেই খোদা, যিনি সারা বিশ্ব জগতের অধিপতি, আমার নাম নিয়ে বলেছেন যে, আমাকে যেন কুরআন পড়ে শোনানো হয়। রসূলে করীম (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তোমার নাম নিয়ে বলেছেন। হযরত উবাই বিন কাব তখন আবেগের তাড়নায় কেঁদে উঠেন। যাহোক মহানবী (সা.) তাকে 'লাম ইয়াকুনিল লাযিনা কাফারু' অর্থাৎ সূরা বাইয়েনা পাঠ করে শোনান। (সহী বুখারী, কিতাব তাফসীরুল কুরআন) পরবর্তীতে একবার যখন কেউ হযরত উবাই বিন কাবকে জিজ্ঞেস করে, আপনি তো এটি শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে থাকবেন, এতে তিনি উত্তর দেন- আল্লাহ্ তা'লা যেখানে বলেছেন: আল্লাহ্‌র ফযল ও কৃপা দেখে এবং স্মরণ করে আনন্দিত হবে, তাহলে আমি কেন আনন্দিত হব না। (আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১১, অনুদিত) হযরত উবাই বিন কাব কুরআনের ব্যুৎপত্তিও রাখতেন। একবার রসূলে করীম (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, [পূর্বেও আমি এটি বর্ণনা করেছি, দু'তিন সপ্তাহ পূর্বের এক খুতবায়,] কুরআনের কোন আয়াত এমন আছে যেটিকে সবচেয়ে মহান বলা যায়? এতে সর্ব প্রথম তিনি এই উত্তর দেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। অতঃপর রসূলে করীম (সা.)-এর জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন যে, আয়াতুল কুরসী এমন যাকে মহান বলা উচিত। আয়াতুল কুরসীর প্রেক্ষিতে আমি এই রেওয়ায়েত আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। তখন মহানবী (সা.) তার প্রতি পরম প্রীত হন এবং বলেন যে, হে উবাই! আল্লাহ্ তা'লা তোমার জ্ঞানকে বরকত মণ্ডিত করুন। সত্যিই আয়াতুল কুরসী কুরআনের মহান আয়াত। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর) একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সা.) তাঁর মৃত্যুর বছর তার সাথে পুরো কুরআনের পুনরাবৃত্তি করেন। (কুনযুল আমাল, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা: ২৬৬) হযরত উমরের অনুমতিক্রমে তিনি মানুষকে কুরআনের জ্ঞান শিখাতেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। (সহী বুখারী, কিতাব সালাতুল তারাবিহ)। এরা ছিলেন সেইসব সাহাবী, যারা উন্নতি করতে করতে উন্নতির পরম মার্গে পৌঁছেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: " উন্নতি যেহেতু ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে তাই সাহাবীদের উন্নতিও ক্রমধারায় হয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে দেখে চাইতেন যেন তারা পুরো উন্নতি করে। কিন্তু এই চরম উন্নতির জন্য এক সময় নির্ধারিত ছিল। (অর্থাৎ তা ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে।) অবশেষে সাহাবীরা তা অর্জন করেছেন যা পৃথিবী কখনও লাভ করে নি। আর তা দেখেছেন যা পৃথিবী কখনও দেখে নি। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫২)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন: " সম্মানীয় সাহাবাদের যুগকে যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, তারা খুবই সরলপ্রাণ ছিলেন। একটি বাসনকে বার্নিশ করলে যেভাবে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, ঠিক এমনই ছিল তাদের হৃদয়, যা ঐশী বাণীর আলোতে আলোকিত আর প্রবৃত্তির পঙ্কিলতার মরিচা থেকে ছিল সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তারা যেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا (সূরা শামস: ১০)-এর সত্যিকার সত্যায়নস্থল ছিলেন।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৫)

পুনরায় তিনি বলেন, সাহাবারা এমন পরম নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যে, তারা শুধু প্রতিমা পূজা বা সৃষ্টি পূজা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন নি, (অর্থাৎ মানুষের পূজা করা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন নি, মানুষের তোষামোদ করা এবং তাদের কাছে মিনতি করাও এক ধরনের পূজাই হয়ে থাকে) বরং তাদের ভিতর থেকে জগতের প্রতি মোহ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায় এবং তারা খোদাকে দেখা আরম্ভ করেন। তারা পরম উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে খোদার পথে এমনভাবে নিবেদিত ছিলেন যে, তাদের প্রত্যেকেই যেন ইব্রাহিম ছিলেন।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৫)

পুনরায় তিনি বলেন, মহানবী (সা.) ছিলেন এক দেহতুল্য আর তাঁর সাহাবীরা ছিলেন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গতুল্য। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৫)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে সাহাবীদের মর্যাদা অনুধাবন করে তাদের জীবনাদর্শ অনুসরণে নিজেদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মানকেও উন্নত করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

প্রথম খুতবার শেষাংশ....

অনেক বড় অংক খরচ করেছেন। করাচি জামা'তের অনেক প্রজেক্ট ছিল, সেগুলোর জন্যও অনেক চাঁদা দিয়েছেন। খুবই সাদামাটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। তার বাহ্যিক চলাফেরা দেখে মনেই হতো না বা বোঝাই যেত না যে, এই ব্যক্তি দু'টো ফ্যাক্টরীর মালিক এবং অনেক সম্পদশালী। যা-ই উপার্জন হতো, ঘরের খরচের টাকা রেখে বাকী জামাত'কে দিয়ে দিতেন আর যেতে যেতে এই ওসীয়্যতও করে গেছেন যে, আমার এই সম্পত্তি জামা'তের। আল্লাহ্ তা'লা তাকে রহমতে সিক্ত করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার দৌহিত্র, দৌহিত্রীকে ও কন্যাকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং তার নেক আদর্শ অনুসরণের তৌফিক দান করুন। নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পাতার শেষাংশ....

বাড়িয়া গিয়াছে।

সত্য কথা এই যে, এই যুগ যেভাবে প্রত্যেক জাগতিক উপাদানে উন্নতি করিয়াছে, ঠিক তদ্রূপেই কুফরী ও বেঈমানীতেও বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কুফরী চাহে না যে, তাহাদের উপর কোন সাধারণ আযাব অবতীর্ণ হউক, বরং তাহারা চাহে তাহাদের উপর যেন ঐ আযাব অবতীর্ণ হয়, যাহা পৃথিবীর আদি হইতে আজ পর্যন্ত কখনো অবতীর্ণ হয় নাই। যাহা হউক আমি খোদার হাজার হাজার শোকর করি, বিরুদ্ধবাদীরা যে জ্যোতিঃ গ্রহণ করে নাই এবং অন্ধ রহিল, ঐ জ্যোতিই আমার দুরদৃষ্টি ও তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হইল।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৭৫)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 19 April, 2018 Issue No.16

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হুযুর আনোয়ার বলেন, তরবীয়ত বিভাগ নিজেদের কর্মসূচি তৈরী করে আমাকে রিপোর্ট পাঠান এবং তাতে যেন উল্লেখ থাকে যে কিভাবে সেই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগের কায়েদরাও যেন নিজেদের কর্মসূচি তৈরী করে পাঠায়।

কায়েদ তালীম বলেন, একটি পত্রিকার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। পত্রিকার বিষয়াদি তৈরী হয়ে গেলে তা ইশায়াত কায়েদের হাতে দিয়ে দিব যাতে সেই পত্রিকা প্রকাশ করেন। আমরা এই প্রথম কোন পত্রিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছি। এরজন্য অনুমোদন ও নামের জন্য আমরা আবেদন করেছি।

হুযুর বলেন, পত্রিকা চালু করুন। তাতে থাকবে কুরআন করীমের একটি আয়াত, তার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। আর থাকবে হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী, আমার খুতবা। এগুলির মধ্য থেকে বিষয় নির্বাচন করুন। এছাড়াও তরবীয়ত বিষয়ক কিছু প্রবন্ধও আপনি পেয়ে যাবেন। কত সংখ্যক এবং কত পৃষ্ঠার পত্রিকা হবে তা জানতে চাইলে কায়েদ ইশায়ত বলেন, এই পত্রিকা ত্রৈমাসিক।

হুযুর বলেন, তিন মাস পরই প্রকাশ করুন এবং ক্রমশ এবিষয়ে উন্নতি করুন। পত্রিকায় ডেনিশ ভাষাতেও প্রবন্ধ থাকুক। কুরআন করীমের আয়াত, এর অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যখ্যা, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী এবং আমার খুতবার ডেনিশ অনুবাদও এর অন্তর্ভুক্ত করুন।

হুযুর বলেন, পত্রিকার নাম রাখুন 'আনসারে দ্বীন'। A4 সাইযের ১৬ পাতার এই পত্রিকা হোক।

কায়েদ তালীম নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, 'পয়গামে সুলাহ' (শান্তির বার্তা) পুস্তকের উপর একটি সেমিনার আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই পুস্তিকাটি আমরা প্রত্যেক আনসার সদস্যকে অধ্যয়নের জন্য দিয়েছি। অধ্যয়নের পর আমরা এক জায়গায় বসে পুস্তিকার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব।

কায়েদ সেহত ও জিসমানী (স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা) কে নির্দেশ দিয়ে হুযুর বলেন, প্রবীণদেরকে প্রাতঃভ্রমণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। এমন প্রোগ্রাম তৈরী করুন যাতে মসজিদ এবং জামাতী সেন্টারে যাতায়াত বহাল থাকে এবং জামাতের সদস্যরা সক্রিয় থাকে।

ইসলাহ ও ইরশাদ কায়েদকে হুযুর আনোয়ার বলেন; আনসারদের মধ্যে ইসলাহ ও ইরশাদের কায়েদ থাকে না, বরং কায়েদ তবলীগ থাকে। অতএব, একজন কায়েদ তবলীগ পদে কাউকে নিযুক্ত করুন।

হুযুর বলেন: তবলীগের জন্য ভাষাগত সমস্যা দেখা দিলে নিজেদের দল গঠন করুন। যাদের সঙ্গে কথাবার্তা বা সম্পর্ক তৈরী হয় তাদেরকে নিজের যোগাযোগ নম্বর দিন, মিশনের ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিন।

কায়েদ তবলীগ বলেন, আমরা পাম্পফ্লেট এবং লিফলেট বিতরণ করছি। আনসারুল্লাহ্ এই কর্মসূচিতে যোগদান করছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নায়েব সদরকে রিপোর্ট পেশ করে বলেন, এখনও পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী তৈরী করি নি। সদর মজলিস ছুটিতে গিয়েছিলেন, যে কারণে কর্মসূচী তৈরী হওয়া সম্ভব হয় নি। হুযুর বলেন: সদর সাহেব ছুটিতে গেলে কি প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায়। জামাতের উন্নতি কোন ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আপনার উচিত নিজের কর্মসূচি তৈরী করা। নিজের প্রোগ্রাম তৈরী করুন।

বদর পত্রিকার পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে জরুরী ঘোষণা

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) -এর মঞ্জুরীক্রমে বদর পত্রিকার বাৎসারিক চাঁদার হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন হার অনুসারে বাৎসরিক ৫০০ টাকা চাঁদা নির্ধারিত হয়েছে যা ২০১৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে কার্যকরী হবে। কাগজ, প্রিন্টিং, পোস্টিং এবং আরও অন্যান্য খরচ বৃদ্ধির কারণে বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি করা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বদর পাঠকবর্গকে আগামীতে নতুন হারে চাঁদা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে বদরের প্রতিনিধিবর্গকেও অবহিত করা হচ্ছে যে, তারা যেন আগামীতে নতুন হারে অর্থাৎ বাৎসরিক ৫০০ টাকা হারে চাঁদা আদায় করেন।

(ম্যানেজার সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান)

হুযুর বলেন: খেলাধুলার মধ্যে একটি হল সাইকেল চালানো। শরীর চর্চা করুন।

কায়েদ তবলীগকে হুযুর আনোয়ার বলেন, নিয়মিত নিজের পরিকল্পনা তৈরী করে আমাকে পাঠাবেন। আপনি স্কীম তৈরী করে সদর সাহেবকে দিন। তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিবেন।

তালীমুল কুরআন প্রসঙ্গে হুযুর বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জামাত Skype এর মাধ্যমে শুরু করেছে। শিশু ও যুবকরা নিজেদের বাড়িতে বসে কুরআন শিখছে। আপনারাও Skype এর মাধ্যমে কুরআন করীম পড়ানোর বিষয়ে জরিপ করে দেখতে পারেন। আর যদি আগে থেকেই Skype এর মাধ্যমে পঠনপাঠন অব্যাহত রয়েছে, তবে ভাল কথা।

রিপোর্ট পাঠানোর বিষয়ে তিনি বলেন, আপনাদের রিপোর্ট একটি পৃষ্ঠায় এসে যাওয়া উচিত। প্রবন্ধ আকারে দীর্ঘ রিপোর্ট না পাঠিয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাবেন।

কুরআন করীম শেখা প্রসঙ্গে হুযুর আরও নির্দেশ দিয়ে বলেন, রাবওয়াতে এমন আনসারদেরকেও পড়ানো আরম্ভ করা হয়েছে যারা কুরআন পড়তে জানে না। এই বয়সে তারা কুরআন পড়া শিখছে। এই কারণে আপনারা জরিপ করে দেখুন যে, আনসাররা সকলে কুরআন করীম পড়তে জানে কি না। বাড়িতে তারা তিলাওয়াত করেন কি না। এই সমস্ত বিষয় দেখার পর কুরআন করীম শেখানোর কর্মসূচি গ্রহণ করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মজলিসে আমেলার সদস্যদের কাছে জানতে চান যে আজ কতজন সদস্য তিলাওয়াত করেছেন। চারজন সদস্য হাত তোলেন। হুযুর বলেন, আপনার আমেলার সদস্যরাই যখন তিলাওয়াত করে নি, অন্যরা কিভাবে করবে।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, মজলিস আমেলা যে কর্মসূচিই গ্রহণ করুক, সব সময় তার প্রথম লক্ষ্য যেন নিজেদেরকেই মনে করা হয়। পরে অন্যদেরকে আমল করাবেন। হুযুর বলেন, আসল কথা হল আগ্রহ তৈরী করা।

আমেলার এক সদস্য বলেন, কুরআন করীম তিলাওয়াত করতে আমার কষ্ট হয়। চোখের সমস্যা রয়েছে। আমি তিলাওয়াত শুনে শুনে পড়ি। হুযুর বলেন, এটিও ভাল উপায়। অনুরূপভাবে যতগুলি সূরা আপানার মুখস্ত আছে সেগুলি এমনিই পড়ে নিন।

হুযুর বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল এক মহিলার ঘটনা বর্ণনা করছেন। সেই মহিলা বলত আমার কাছে সব কিছু আছে, একটি চারপাই আছে, একটি লেপ আছে, আমার এক পুত্র আছে। আমরা দুজনেই এই লেপটি নিয়ে থাকি। কখনো সে নেয় আবার কখনো আমি নিই। আমার দরকার কেবল কুরআন করীমের। আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমাকে বড় বড় অক্ষরের একটি কুরআন করীম দিন যাতে আমি পড়তে পারি। হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি হল ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা। আপনাদের নিজেদের মধ্যে এই আগ্রহ ও ভালবাসা তৈরী করা উচিত।

মজলিসে আমেলার এক সদস্য বলেন, বর্তমানের নব প্রজন্ম তিলাওয়াত করে না। হুযুর বলেন,

হুযুর বলেন: বাড়িতে যদি জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথাবার্তা হয় তবে সন্তানের তরবীয়তে বিরূপ প্রভাব পড়বে। এখানকার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সোজা সাপটা এবং স্পষ্ট কথা শুনতে চায়। আপনাদের যে সন্তানটি মসজিদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তারা পিতামাতার কারণেই হচ্ছে এবং বাড়ির পরিবেশের কারণে হচ্ছে।

হুযুর বলেন, পিতামাতা যদি পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণে দূরে সরে যায়, তবে ছেলেমেয়েরা দ্বিগুণ দূরে সরে যায়। কারো যদি আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে বা অন্য কোন পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, তবে নিজের ব্যক্তিগত অভিযোগকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন, এটিকে ছড়িয়ে পড়তে দিবেন না আর সে বিষয়ে বাড়িতে আলোচনা করবেন না বা জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেন না। দোয়া করুন এবং নিজের সমস্যা জন্য খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বাড়িতে এবিষয়ে কথা বললে বাচ্চাদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে আর জামাতের ব্যবস্থাপনা থেকে দশ পা পিছনে চলে যাবে।

হুযুর বলেন, এক যুবক এসেছিল। জামাত থেকে সে দূরে সরে গিয়েছিল আর অ-আহমদীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অ-আহমদীদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। যখন সে দেখল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মদ পান করছে এবং অপর জন দায়েশে যোগ দিয়ে মারা যাচ্ছে, তখন সে উপলব্ধি করল যে, জামাত আহমদীয়ায় প্রকৃত ইসলাম। সে ফিরে এল এবং পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পেল। (ক্রমশ:.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir